Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

6

আত্মজীবনী

2/217
~~11/317~~

শ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 2/217
Shri Shri ... ayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ~~2/317~~ 2/217
Shri Shri ... ayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজীবনী

2/217

শ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী

প্রণীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী সুজাতা রায় দস্তিদার
৩, সত্যেন দত্ত রোড,
কলিকাতা-২৯

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর, ১৯৭৪

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/317

মাতৃ-স্মরণে

আমার পরম পূজনীয়া পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া মাতৃদেবী তাঁহার "আত্মজীবনী" প্রকাশনের ভার আমার উপর দিয়া গিয়াছেন। তাহারই যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকা লেখার জন্য আমার এই লেখনী ধরিতে হইয়াছে। কিন্তু আমার পূজনীয়া মাতৃদেবীর কি জাগতিক, কি আধ্যাত্মিক জীবনের অসাধারণ শতমুখী প্রতিভার বর্ণনা করার মত ক্ষমতা কিংবা ভাষা আমার নাই। আমি মায়ের অতি অযোগ্য সন্তান—তাঁহার জীবনী প্রকাশের ক্ষমতা আমার একেবারেই নাই, একথা ভাবিয়া আমি নিজেই অত্যন্ত লজ্জিত। যে ৺শ্রীশ্রীগোবিন্দের কৃপায় ও অপার করুণায় আমার মায়ের জীবন ধন্য হইয়াছিল এবং যাঁহার কৃপাধন্য মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি নিজেকেও ধন্য মনে করিতেছি, তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া আমি এই লেখনী ধরিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আশা করি পাঠকগণ আমার ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

সর্ববিষয়ে অতি অধম হইলেও ভগবানের একটি কৃপা আমার উপর ছিল—ছোটবেলা হইতেই শ্রীহরির নামে অগাধ বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমার জীবনে না হইলেও আর কাহারও আধ্যাত্মিক জীবনের অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা আমার নিকট কেহ বলিলে আমি অবাক বিস্ময়ে তাহা শুনিতাম—কোন কোন সময় রোমাঞ্চ হইত—আর ভাবিতাম, "হে প্রভু, আমার এরকম দিন কবে আসিবে, আমাকে কবে কৃপা করিবে!" সেজন্যই বোধহয় আমার ছোটবেলা হইতেই আমার মা তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক ঘটনাবলী, যাহা তিনি এই আত্মজীবনীতেও কিছু লেখেন নাই (বোধহয় সকলে বিশ্বাস করিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, এইজন্যই লেখেন নাই) আমাকে বলিয়াছিলেন, আর বলিতেন, "এসব আর কাহাকেও এখন বলিস্ না, কেহ বিশ্বাস করিবে না।"

আমার মা বড় ধনিগৃহে জন্ম নিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র ছয় বৎসর বয়সেই পিতৃহারা হন। আমার মা ছোটবেলা হইতেই অত্যন্ত ধর্ম-পরায়ণা ছিলেন। শিশু বয়সে পিতৃহারা হইয়া, আমার দিদিমার দুঃখ দেখিয়া, সর্বদাই শ্রীভগবানকে ডাকিয়া দুঃখের কথা জানাইয়া তিনি শান্তি পাইতেন। আমার মাতামহকুল ছিলেন শাক্তধর্মাবলম্বী। বড় হইয়া মা সর্বদাই ৺মা কালীর ধ্যান করিতেন এবং জীবনের সর্বাবস্থায় ৺মা কালীকে স্মরণ করিয়া শান্তি পাইতেন। শিশুবয়স হইতেই তাঁহার যথেষ্ট আত্মনির্ভরতা ছিল। আমার মা বিবাহের পর যে কুলে আসিলেন তাঁহারা, অর্থাৎ আমার পিতৃকুলও শাক্ত। সুতরাং বিবাহের পরও মা তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া ৺মা কালীকেই ডাকিতেন। এদিকে আমার কোনও এক পূর্বপুরুষকে ৺শ্রীগোবিন্দ স্বপ্নে আদেশ দিয়া কৃপা করিয়া আসিয়াছিলেন। সেই অবধি ৺শ্রীগোবিন্দের সমস্ত পূজাপার্বণও আমাদের বাড়ীতে হইত। এই ৺গোবিন্দবিগ্রহই আমার মাকে পরম শাক্ত হইতে পরম বৈষ্ণবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

আমার মা যৌবনের আরম্ভ হইতেই অতি অদ্ভুতভাবে শ্রীগোবিন্দের দর্শন পাইতে লাগিলেন। জাগ্রত অবস্থাতেই মায়ের অতি আশ্চর্য্য সব দর্শনাদি সর্বদাই হইত। মা সন্ধ্যাবেলা ধ্যানজপে বসিতেন, সঙ্গে সঙ্গে অতি বিচিত্র সব দর্শন পাইতেন। মায়ের ইষ্টদেবতা সর্বদাই মায়ের নিকট আসিয়া দেখা দিতেন। আমরা ছোটবেলায় প্রায়ই দেখিয়াছি সর্ব কাজের মধ্যে মা একটু পরে পরেই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিতেন। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "এখন ছোট আছিস্, পরে বলিব।" একটু যখন বড় হইলাম, মাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করাতে তিনি বলিলেন, "তোরা ত জানিস্ না, আমার প্রভু যে সর্বদাই আমার কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া দাঁড়ান—আমি প্রণাম না করিয়া থাকি কি করিয়া ? আমার মত কাঙাল অভাগিনীকে তিনি এত কৃপা করিয়াছেন ; আমাকে ছাড়িয়া তিনি যে একটুও থাকিতে পারেন না।" বড় বড় মহাপুরুষরাও যাঁহার একবার দর্শন পাইলেই নিজেদের ধন্য মনে করেন, সেই পরম ইষ্টদেবতা আমার মাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেন না—একথা ভাবিলে এখনও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং চক্ষের জল রাখিতে পারি না। আমাকে মা বলিতেন যে সর্বদাই তিনি কৃষ্ণের বাঁশী শুনিতে পান,—যদিও মা বইতে এসব কথা লেখেন নাই। মা প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সকল কাজ শেষ করিয়া শুইয়া শুইয়া আপন মনে বিভোর হইয়া গান করিতেন, তখন তাঁহার কোন বাহ্যজ্ঞানই প্রায় থাকিত না—সে সবই ধর্মসঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীত। মার মুখে অনেক গানই শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে দুইটি গান এখনও যেন আমার কানে সর্বদাই বাজে :

(১) "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে……"

(২) "হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে
হয়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধাকে বামে লয়ে।"

ডাকার মত কেহ ডাকিতে পারিলে শ্রীভগবান যে তাহাকে কত কৃপা করেন, আমার মায়ের জীবন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমার মায়ের হৃদয় ছিল শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাস্থলী, সেখানে যে তিনি কত লীলাই করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যেটুকু মা আমাকে বলিয়াছেন তাহাই স্মরণ করিয়া আমি অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া থাকি। আর কাতরভাবে মায়ের পরলোকগত আত্মার নিকট প্রার্থনা জানাই,"মাগো, 'যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান নাই মণি' তাহারই খানিক আমাকে দান করিয়া আমার জীবন কৃতার্থ কর—আমি যে আর কিছুই চাই না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মা গৃহকর্মেও অতি সুনিপুণা ছিলেন; কেহই বলিতে পারিবে না যে, তিনি সর্বদাই ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া গৃহকর্মে অবহেলা করিতেন। অন্তরে সর্বদাই ৺শ্রীগোবিন্দের চিন্তায় ও তাঁহার লীলা আস্বাদনে নিমগ্ন থাকিয়াও আমার মা অতি সুনিপুণভাবে গৃহকর্ম করিতেন। সকলেই তাঁহার প্রতিটি কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তাঁহার সেলাই দেখিলে সকলে অবাক হইয়া থাকিত; বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সকলের সেলাই তিনি করিতেন। পাড়া-প্রতিবেশী যাহারা দর্জির পয়সা দিতে অক্ষম তাহারা থানের পর থান কাপড় দিয়া যাইত, আমার মা সমস্ত সেলাই করিয়া দিতেন। তখনকার দিনে একমাত্র বিলাতি দোকানেই সেইরূপ সুন্দর তৈয়ারী জামা পাওয়া যাইত। আমার মায়ের দেশী-বিদেশী রান্না—মিঠাই, পিঠা ইত্যাদি যাঁহারা একবার খাইয়াছেন, তাঁহারা জীবনে আর ভুলিতে পারেন নাই। আমার বাবা স্বর্গীয় উপেন্দ্রচন্দ্র সেন বিশেষ বড় চাকুরী করিতেন না, কিন্তু সেই সাধারণ অবস্থার মধ্যেও আমাদের বাড়ীর সমস্ত রান্নাবান্না সারিয়া এত সুন্দরভাবে ঘর গুছাইয়া রাখিতেন যে, গৌরীপুরের রাজার এস্টেটের ম্যানেজার দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এ সমস্ত দেখিয়া এবং মায়ের সকল দিকের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"এ রকম অসামান্যা মহিলা এক যুগেও একটি দেখা যায় কিনা সন্দেহ।" ডঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী ইহার অন্যতম পুত্র।

আমার মায়ের মেধা ছিল অসাধারণ। ১৪ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তারপর Dictionary-র সাহায্যে ও ছোট ছেলেদের ঘুড়ির পয়সা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে তিল তিল করিয়া তিনি এত প্রভূত জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন যে বড় বড় পণ্ডিতেরাও মায়ের নিকট হার মানিতেন। সকল কিছুই তিনি পড়াশুনা করিতেন এবং একবার যাহা পড়িতেন তাহা আর জীবনেও ভুলিতেন না—ছোট বয়সে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. 11/317 Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

উপাখ্যান পড়িয়াছেন বৃদ্ধবয়সেও তাহার প্রতিটি বিষয়, এমন কি চাকরের নামও তাঁহার স্মরণে থাকিত। আমার জ্যেঠামহাশয় স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আমার মাকে নিজের বোনের মত ভালবাসিতেন। আর যে কোন বিষয়ে—রাজনীতি, ইতিহাস, ইংরাজী বাংলা সাহিত্য এমন কি মামলা-মোকদ্দমার কথাও সামান্য ভুলিয়া গেলেই মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। আমার মা অতি সুবক্তাও ছিলেন—সাহিত্য, রাজনীতি, মহাপুরুষদের জীবনী প্রভৃতি এত সুন্দর প্রাঞ্জল উদাত্ত ভাষায় বলিতেন যে, আমার দাদাদের ও ভাইপোদের বিদ্বান্ বন্ধুরাও অবাক্ হইয়া যাইতেন। বাংলায় মায়ের বিশেষ দখল ছিল। আমার দাদা স্বর্গীয় জ্যোতির্ম্ময় সেনের বন্ধুগণ, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ডঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি সকলেই মায়ের বাংলা ভাষায় অসাধারণ দখল দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। ইহা ব্যতীত ইংরাজী সাহিত্যেও মায়ের অধিকার ছিল প্রচুর—আমার ছেলেমেয়েরা, ভাইপো-ভাইঝিরা সকলেই তাঁহার নিকট হইতে Shakespeare, Charles Dickens, Walter Scott প্রমুখ লেখকদের রচিত কাহিনী শুনিয়াছে। ইতিহাসও ছিল মায়ের অত্যন্ত প্রিয়—আমার দাদা (স্বর্গীয় জ্যোতির্ম্ময় সেন) ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক, তাঁহার সমস্ত ইতিহাসের বই ছিল মায়ের একেবারে কণ্ঠস্থ। দাদা মাঝে মাঝে বলিতেন, "মা, আমি অধ্যাপক না হইয়া তুমি অধ্যাপক হইলে ছাত্রদের অনেক উপকার হইত।" ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ছিল মায়ের কণ্ঠস্থ। আমরা মাকে কোন সময় আলস্যে গল্পগুজব করিয়া সময় নষ্ট করিতে দেখি নাই।

আমার ঠাকুরমা মায়ের কাজ এত পছন্দ করিতেন যে, ৺দুর্গাপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট মাত্রায় অতিথি-আপ্যায়ন পর্য্যন্ত সমস্তই মাকে একলা করিতে হইত। এদিকে আবার মা যখন আমার দুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদার সঙ্গে প্রথম বোম্বাই গেলেন তখন সেখানকার লোকদের সঙ্গে তাঁহার ইংরেজীতে কথা বলার ক্ষমতা দেখিয়া আমার দাদারাও অবাক হইয়া যাইতেন। এক এক সময় ভাবি, মা ঘরের সমস্ত কাজ, সেলাই, লেখাপড়া, সর্বদা নানা প্রকার মিঠাই তৈরী ইত্যাদি কি করিয়া করিতেন—কোথায় এত সময় পাইতেন। তাই মনে হয় শ্রীভগবান যাহাকে সত্যিকার কৃপা করেন তাহাকে বোধহয় সকল রূপেই ধনী করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন—"আরে আগে রাজাকে দেখিতে চেষ্টা কর—তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার রাজত্বের সবই দেখিতে পাইবি, সবই জানিতে পারিবি।" সমস্ত পৃথিবীর যিনি নিয়ন্তা, যিনি সকলের প্রাণের প্রাণ, যিনি সকলের অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে জানিলে যে আর কিছুই জানিতে বাকী থাকে না, আমার মাতৃদেবীর জীবনের ভিতর দিয়াও তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

যাক্, এসব আমার লিখিবার বিষয় নয়—প্রসঙ্গক্রমে আমায় সামান্য লিখিলাম। আমার মায়ের লেখাপড়ার দিকটার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত আছেন। কিন্তু কচ্ছপ যেমন নিজেকে সুদৃঢ় আবেষ্টনীর মধ্যে লুকাইয়া রাখে, আমার মা তাঁহার আধ্যাত্মিক জগৎটাও ঠিক সেইভাবেই লুকাইয়া রাখিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি আমার মা আমার দুই দাদার কাছে বোম্বাইতে থাকিতেন। শেষের দিকে আমি যখনই তাঁহার কাছে যাইতাম আমার কাছে কত কথাই বলিতেন, শুনিতে শুনিতে আমি বিস্মিত হইয়া যাইতাম। মায়ের ইষ্ট সর্বদাই মার সঙ্গে কথা বলিতেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব একবার মায়ের সামনে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করেন। বৃন্দাবন যাইতে কিঞ্চিৎ দেরী হওয়ায় মায়ের ইষ্টদেবতা অর্থাৎ ৺শ্রীগোবিন্দ কতবার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"কই, বৃন্দাবনে গেলি না?" ইষ্টদেবতার সঙ্গে মায়ের সমস্ত জীবনের লীলাখেলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সামান্যতম অংশটুকু মা আমাকে কৃপা করিয়া বলিয়াছেন, সেটুকু লিখিতে গেলেও মূল বই হইতে অনেক বড় হইয়া যাইবে।

ময়মনসিংহে আমার ঠাকুরদাদার নিজের বাড়ী ছিল। সেখানে আমার জ্যেঠামহাশয় থাকিতেন এবং আমার বাবা-মাও অনেক বছর ছিলেন। সেখানে মা একবার শ্রীশ্রীভোলাগিরি মহারাজকে আনাইয়া তাঁহার কাছে নিজের জীবনের সমস্ত ঘটনা বলেন এবং গুরুকরণের আবশ্যকতা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীশ্রীমহারাজ মায়ের জীবনের সমস্ত কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি অতিশয় ভাগ্যবতী—খুব কম মানুষের ভাগ্যেই এত কৃপা বর্ষণ হয় এবং গুরুকরণের আবশ্যকতা নাই।"

মা সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে অন্তর্মুখী থাকিতেন। মায়ের শরীর বিশেষ ভাল ছিল না, বাতে ও বায়ুর প্রকোপে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছেন। শেষ বয়সে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ৬।৭ বছর একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া ছিলেন। আমার দুই বৌদি মায়ের খুব সেবা করিয়াছেন। আমি যখনই যাইতাম বলিতেন, "আমার ত আর কোনও কষ্ট নাই, কেবল কষ্ট শরীরের—আর ভয় হয়, আমার ইষ্টের নাম যেন না ভুলি—প্রভুর কাছে প্রার্থনা 'শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন তোমার নাম লইয়া মরিতে পারি।'"

দেশ বিভক্ত হওয়ার পরে পাকিস্থানে দেশের বাড়ীতে ৺গোবিন্দের সেবার জন্য বাহির হইতে বড় একটা কেহ টাকা পাঠাইত না। কিন্তু আমার মা সুদূর বোম্বাইতে থাকিয়াও কোন মাসে ৺গোবিন্দের সেবার জন্য টাকা না পাঠাইয়া কোন খরচ করিতেন না, বলিতেন, "৺গোবিন্দের সেবায় টাকা না দিয়া আমি নিজে কি করিয়া খাইব? তিনিই যে আমার সর্বপ্রাণাধিক প্রিয়!"...এখনও আমার দাদা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রতি মাসে ৺গোবিন্দের সেবায় টাকা পাঠান।

আমার মায়ের খাটের শিয়রের কাছে একটি রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি ছিল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন, শ্রীরাধা তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছেন—নীচে লেখা "আত্মাঞ্জলি।" আমার মায়ের মনের প্রকৃত ভাবটিও ঐ রকমই ছিল। দিনের মধ্যে কতবার যে ঐ মূর্ত্তিটিকে প্রণাম করিতেন তাহার ইয়ত্তা ছিল না। এই আত্মজীবনী লেখার মধ্যেও আমার মায়ের কোন গর্ব্ব, অহঙ্কার কিংবা বিন্দুমাত্র আত্মপ্রচারের অভিলাষ নাই। ভগবান আছেন, তিনি কল্যাণময়, মঙ্গলময়, দুঃখহারী—তিনিই মানুষের আত্মার আত্মা—তিনিই মানুষের একমাত্র শান্তি ও আশ্রয়স্থল; তাঁহাকে আকুলভাবে ডাকিলে, একান্তভাবে তাঁহার শরণ লইলে তিনি যে কতই কৃপা করিতে পারেন; তিনি যে কতই আনন্দের আধার—যে আনন্দের আস্বাদ পাইলে এই জগতের কোন ঐশ্বর্যের প্রলোভনই মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না—তিনিই একমাত্র আনন্দ কল্যাণস্বরূপ। একমাত্র সেই শ্রীভগবানের অপার মহিমা ও করুণা প্রচারের জন্যই আমার মায়ের এই বই লেখা, যাহাতে আমাদের মত শতসহস্র অবিশ্বাসী অথচ সংসারের জ্বালায় দগ্ধ চিত্ত তাঁহার শরণ লইয়া একটু শান্তি পাইতে পারি। আমার মা লেখনী হাতে নিলেই অপূর্ব লেখা বাহির হইত—বিখ্যাত লেখক ৺যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং আরো অনেকে মাকে লেখার উৎসাহ দিতেন। কিন্তু মা বলিতেন, "যদি কোনদিন শ্রীভগবানের মহিমা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তাহা অন্যের উপকারে লাগাইতে পারি, তবেই লেখনী ধরিব।" আমার মায়ের লেখা এই বইখানি পড়িয়া যদি কাহারও মনে ভগবানের প্রতি সামান্য প্রেম ভালবাসারও উদ্রেক হয়, তবেই আমার মায়ের জীবনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। শ্রীভগবানের কৃপা যিনি জীবনে সামান্যও উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই চাহিয়াছেন সকলেই এই আনন্দের আস্বাদনে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজীবন সফল করুক। তাই মহাপ্রভু গাহিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/817

"হরি হরি হরি বল, আমারে কিনিয়া লহ"…

সকল যুগের সকল মহাপুরুষের এই কথাই বলিয়াছেন—তোমরা অমৃতের সন্তান। অমৃতের সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত কর। নিজেকে জানো—তুমি কে তাহাই আবিষ্কার কর।

আমাকে লইয়া নাকি আমার মা নানা স্বপ্ন দেখিয়াছেন—তাই আজ আমার পরলোকগত মায়ের আত্মার নিকট ইহাই ভিক্ষা চাহিতেছি—"মা গো, আমাকে তোমার পথে টানিয়া নাও, সত্যিকার আনন্দের আস্বাদ যেন পাই, যাহাতে পার্থিব দুঃখ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে।" আমার পরমারাধ্যা গুরু মাতৃদেবতা সর্বদাই বলেন, "তাঁহাকে ভালবাসিতে শেখ—তাঁহাকে কাতরভাবে ডাকিয়া বল, 'তুমি ছাড়া যে আমার এক মুহূর্ত্তও চলে না'। তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিলেই যত দুর্গতি—" ইত্যাদি। আজ আমিও এই সুরে সুর মিলাইয়া সত্যকার শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রেম ভিক্ষা জানাইয়া, ৺ইষ্ট ও শ্রীগুরুর চরণে প্রণাম জানাইয়া আমার সামান্য লেখা শেষ করিতেছি।

এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্যের ব্যাপারে আমার পরম স্নেহভাজন কল্যাণীয় শ্রীমান্ নির্মলকান্তি দাশগুপ্ত আমাকে অশেষ সহায়তা করিয়াছে। নির্ভরযোগ্য প্রেস নির্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রণকার্য সমাপনের পর বই বাঁধানো পর্য্যন্ত যাবতীয় কাজে তাহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। শ্রীহরির কৃপায় তাহার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হউক এই আশীর্বাদ করি। মুদ্রাযন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষকেও এই সঙ্গে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি; তাঁহাদের সহযোগিতা না পাইলে এত শীঘ্র মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইত না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ

কলিকাতা,
দীপান্বিতা, ১৩৮১ সাল

শ্রীসুজাতা রায় দস্তিদার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

আমার স্বামীর গৃহদেবতা ভগবান ৺শ্রীশ্রীগোবিন্দ রায়ের অপার মহিমা প্রচারার্থে আমার এই জীবনী লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার এই নগণ্য জীবনকে দয়া করিয়া ভগবান যে অপার করুণা দান করিয়াছেন এবং মহামানব চৈতন্যদেব ও পরমহংসদেব দয়া করিয়া আমাকে যে দর্শনদান করিয়াছেন, তাহাও ইহাতে লিখিয়া গেলাম।

এই আত্মজীবনীতে আমি পরিপূর্ণ সত্য ঘটনা লিখিয়া যাইতেছি। সনের ভুল হইতে পারে, কারণ ইংরাজী ও বাংলা উভয় সন ব্যবহার করাতে সন ভুলও হইতে পারে, নাও হইতে পারে। কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধে কেহ যেন সন্দিগ্ধ না হন, আমার একান্ত অনুরোধ।

শ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 11/317
Shri Shr... ...mayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

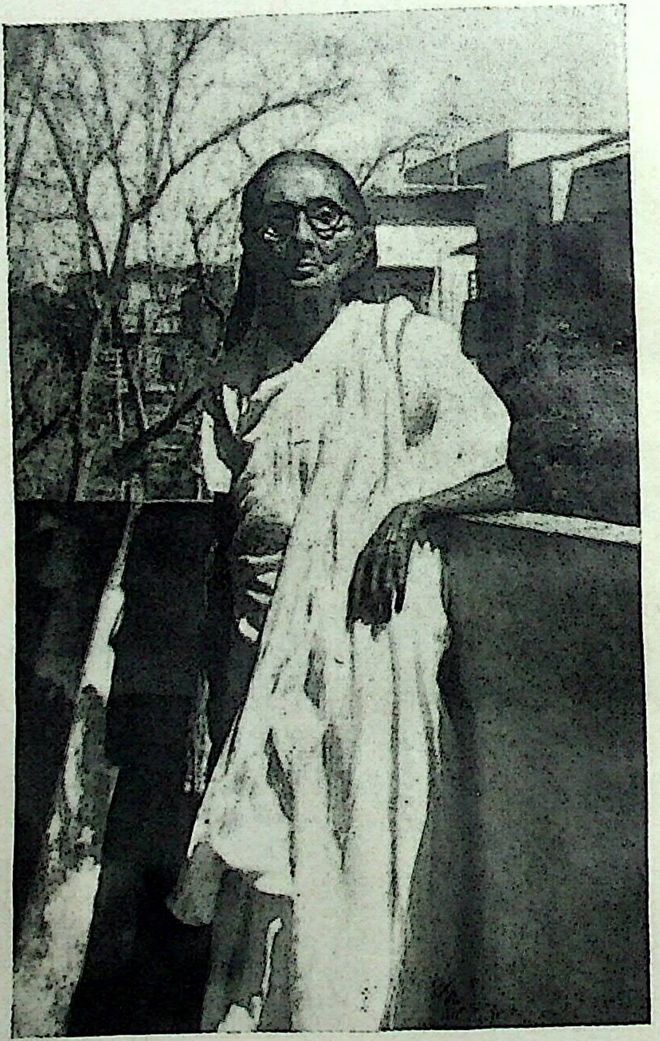

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11|317

প্রথম অধ্যায়

ছয় বৎসর বয়সে আমি পিতৃহীনা হইয়াছিলাম। আমার পিতা ৺গোবিন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের চীফ্ এসিস্ট্যাণ্ট ছিলেন। ক্যাপিট্যাল ব্রংকাইটিস্ জ্বরে তিন দিন মাত্র রোগ যাতনা ভোগ করিয়া চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা ভাইবোনগুলি যেমন অসহায় হইয়া পড়িলাম, সংসারও তেমনি ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভাইদের পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া মা আমাদের তিন বোনকে লইয়া ঢাকা জেলায় আমাদের দেশের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। আমি পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান।

ঐশ্বর্যের প্রলোভন হইতে বহুদূরে পল্লীগ্রামে বিধবা মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে আমি বর্দ্ধিতা ইহয়াছিলাম।

আমার মা শিক্ষিতা, ধর্ম্মশীলা ও অতি উদার প্রকৃতির ছিলেন। ছেলেবেলা হইতেই তিনি আমাদের ভগবানে বিশ্বাসী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা আমাদের সতুপদেশ দিতেন।

আমার চৌদ্দ বৎসর বয়সে মা আমাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। সে সময় আমার স্বামী বি. এ. পড়িতেন। সংসারও বেশ সচ্ছল ছিল। বিবাহের পরের দিন শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় মা আমাকে বিশেষ করিয়াই বলিয়াছিলেন, "শাশুড়ীর মনোমত হইয়া চলিও; তা হলে আর কোন কষ্ট পাবে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতার এই আদেশ প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে পড়িত এবং যতদূর সম্ভব মার কথামত চলিতাম। এ আদেশ মায়ের আশীর্ব্বাদের মতই আমার জীবনে ফলবতী হইয়াছিল। শ্বশ্রূমাতা আমাকে সন্তানতুল্য স্নেহ করিতেন।

আমার স্বামী অতিশয় পিতৃমাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতার আদেশ ও অসুস্থতার দরুণ তাঁহার জীবনের প্রথম মূল্যবান সময় তিনি নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি আসামে গৌরীপুরের রাজা প্রভাত কুমার বড়ুয়ার স্টেটে কাজ লইয়া গৌরীপুরে চলিয়া গেলেন। দেড় বছর পরে আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন, সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠাকন্যা লীলা, জ্যোতির্ম্ময়, দেবব্রত ও সুধীন্দ্র ছিল। সে সময় শ্রীযুত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গৌরীপুর স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার সহৃদয়া পত্নী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ছয় বৎসর গৌরীপুরে থাকার পরে শুখচর নামক একটী স্থানে স্বামী বদলী হইলেন এবং শুখচরে চলিয়া গেলেন। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যোতির্ম্ময়ের সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। এক বৎসর পরে জ্যোতির্ম্ময়কে পরীক্ষা দিতে কলিকাতা পাঠাইয়া ছোট ছেলে তিনটিকে লইয়া আমি স্বামীর সঙ্গে শুখচরে চলিয়া আসিলাম। লীলা কলিকাতায় তাহার শ্বশুরালয়ে রওয়ানা হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুখচর

১৩২৪ সনের বৈশাখ মাস, এক মাস পুর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময় পরীক্ষা দিতে কলিকাতা গিয়াছিল। এই প্রাণপ্রতিম পুত্রকে এতদিন যে স্নেহের আবেষ্টনে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরদেশে পাঠাইতে হইয়াছে, মাতৃপ্রাণের এই স্বাভাবিক আকুলতায় মন এমনি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল যে কিছুই যেন ভাল লাগিতেছিল না।

সেদিন ভোরের কাজগুলি সারিয়া ছোট ছেলে তিনটিকে পড়াইতে বসিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, যা এখন তোদের ছুটি। ছেলেরা খেলিতে চলিয়া গেল। আমি হাতের বইখানা পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম।

ছেলেদের ছুটি দিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ আমার মেজ ছেলে দেবব্রত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মা, মা, একটা কথা শুনেছ?" চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, "কি রে, কি?" তখনি সে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল "অরুণ রেলগাড়ীর নীচে পাড়য়া মারা গিয়াছে।"

আর কিছু শুনিবার মত শক্তি আমার রহিল না, আমি আড়ষ্টভাবে শুইয়া পরিলাম। অরুণ, সেই অরুণ! এ যে দেওয়ান দ্বিজেশ চক্রবর্ত্তীর বড় ছেলে। এই সুকুমার বালকটিকে আমি আজ ছয় বৎসর দেখিয়া আসিতেছি। সে আজ নাই!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর এমনি কঠিন হাতে ভগবান তাহাকে তুলিয়া নিলেন। দুঃসহ যাতনায় আমার সারা চিত্ত মথিত হইতে লাগিল; আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

এমন ঘটনা জীবনে কতই তো শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু আজ কেন এই অসহ্য বেদনা। এই নিঃসম্পর্কীয় ছেলেটির শোচনীয় মৃত্যু তাহার শোকাতুরা জননীর দগ্ধ অন্তরটিকেই যে আমার অন্তরে প্রতিফলিত করিয়া দিতেছে। কতক্ষণ এভাবে কাটিয়া গেল জানি না। মনটা একটু শান্ত হইলে পরে ভাবিলাম, কি ভাবেই আজ অরুণের মা এই নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিতেছেন, এ যে অসহ্য যন্ত্রণা। এমনি কঠিন আঘাতে তো ভগবান সকলকেই ব্যথা দিতে পারেন। এমনি কত কি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল আমার দিদিশাশুড়ী (শ্বশ্রূদেবের মাতা) তাঁহার একমাত্র পুত্র আমার শ্বশ্রূদেবের মঙ্গলকামনায় বারমাস প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিতেন। ব্রত সমাপন করিয়া যেদিন তিনি স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন, সেদিন তাঁহার পরম কল্যাণের পাত্র মরণ-ব্যাধিতে শায়িত। কিন্তু সেই নিষ্ঠাচারিণীর বিশ্বস্ত অন্তরে আঘাত লাগিবে, এই আশঙ্কায়ই কি মৃত্যু তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে তাঁহার জীবিতাবস্থায় স্পর্শ করিতে পারে নাই? একি বাস্তবিকই বিশ্বজননীর করুণা?

নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন সম্মুখস্থ অজানিত বস্তুটিকেও অবলম্বন করিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, তেমনি একটী গভীর বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শোকের দুঃসহ যন্ত্রণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে মুক্তি পাইবার আশায়, জননীর এই শ্রদ্ধাময়ী মুর্ত্তি-খানিকে আমার পরিপুর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের জোরে জড়াইয়া ধরিতে আমি আকুল হইয়া পড়িলাম। সেইদিনই সঙ্কল্প করিলাম, আমি এই ব্রত করিব। কিন্তু এই মুসলমানের দেশে ব্রত করা অসম্ভব। তাই স্থির করিলাম যেখানে সুবিধা হইবে ব্রত করিব, ইহা ভিন্ন আমি প্রতিদিন তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিব।

শিশুকাল হইতে আমি ভগবানের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু মুর্ত্তি বিশেষে কখনো তাঁহাকে কল্পনা করিতে শিখি নাই। কামনার অফুরন্ত ভিক্ষা পূরণের জন্য নিশিদিন যাঁহার চরণে ক্রন্দন করিয়াছি সে রাজীব-চরণ দুখানি তো কখনো আকারে পরিণত করিতে পারি নাই। শূন্য—শূন্য তার নিঠুর ব্যবধান! ওই অজানিত নীলাকাশ ভেদ করিয়া শূন্যের কোন সীমাদেশে আমার আকুল প্রার্থনা ছুটিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সে জনকে তো খুঁজিয়া পায় নাই!

দৃষ্টির অতীত, জ্ঞানের অতীত, চিন্তার সেই সুধাময় ভাববস্তুটিকে দেহী আমি, এই পাপবিদ্ধ চক্ষে দেখিতে, অথবা মানসচক্ষে কল্পনা করিতে সাহসী হই নাই, নিজেকে পরিপূর্ণ-ভাবে ব্যক্ত করিয়াই আমি তৃপ্ত ছিলাম। তুচ্ছ একটী কষ্টে অন্তরে বেদনা বোধ করিলে যেমন শিশুর মতই ভগবানের চরণে কাঁদিয়া পড়িতাম, তেমনি আনন্দের অতি ক্ষুদ্র কারণেও তাঁহারই করুণা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার চরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণতা হইয়া পড়িতাম। যে অজানিত আকর্ষণে অন্তর্যামী তাঁহার পাদপদ্মে এই অতি ক্ষুদ্র নগণ্য জীবন আকর্ষণ করিতেছিলেন, তাহা সে সময় আমার ধারণার অতীত ছিল।

বিশ্বরাজ! তুমিই যে আমার জীবনের সর্বস্ব, তাহা তো বুঝিতে দাও নাই প্রভো!

গভীর রাত্রিতে আমি উপাসনা করিতে বসিলাম। কিন্তু এই অজানা পথে প্রবেশ করিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম আমার অনভিজ্ঞতা কতখানি। হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্ব কিছুই আমার জানা ছিল না, পূজাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে যাহা কিছু দেখিয়া আসিয়াছি এবং বৃদ্ধাদের চলিত কথায় যতটুকু শুনিয়াছি ঠিক ততটুকুই আমার জানা ছিল। সর্ব্বোপরি অদীক্ষিতা আমি, বিধাতার এই শ্রদ্ধাময়ী মাতৃমূর্ত্তিখানিকে কোন্ মন্ত্রে আবাহন করিয়া কেমন করিয়া অর্চ্চনা করিব? শ্রদ্ধার অঞ্জলি চরণ-তলে নিবেদন না করিয়া ভিক্ষার এই মলিন ঝুলিটিকেই কি সর্ব্বাগ্রে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে?

উপাসনায় বসিয়াই এই সব কথা আমার মনে পড়িয়া গেল এবং জটিল একটা ধাঁধায় আমি বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। আরো ভাবিয়া দেখিলাম মায়ের মূর্ত্তি আরাধনা করিতে হইলে ভগবান বিশ্বেশ্বরকেই আগে অর্চ্চনা করিতে হইবে। তবে কি বাস্তবিকই ভগবান হইতে ভগবতী পৃথক সত্তা? আমার জিজ্ঞাসু অন্তর এই প্রশ্নের কোন জবাবই খুজিয়া পাইল না। কিছুকাল নিস্তব্ধতার পরে আমি আপন মনেই একটী সাধন প্রণালী আবিষ্কার করিয়া লইলাম। ভাবিলাম মূর্খতা আমার যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড়ই হোক না কেন, এখানে তো বিদ্রূপের ভয় নাই। প্রাণের যে সরস অংশটিকে বাহিরে প্রকাশ করিলে লোকে শুধু পাগল বলিয়াই উপহাস করিবে, সেই অকপট আত্মনিবেদনের এই যে প্রশস্ত, উপযুক্ত স্থান! অনুষ্ঠানের যত ত্রুটীই হোক না কেন, তিনি তো জানেন আমি কত বেশী অজ্ঞান। মনের সকল দ্বিধা মুছিয়া আমি উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমে ভগবান বিশ্বেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। প্রণামান্তে মা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করিয়া মায়ের চরণতলে প্রণাম করিলাম ও আমার সমস্ত অন্তর উন্মুক্ত করিয়া মায়ের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন মূর্ত্তি আমি কল্পনা করিতে পারিলাম না। কোন্ অজানিত সান্ত্বনায় আমাকে এমনি আবিষ্ট করিয়া ফেলিল যে রাত্রি সে সময় কতখানি অতীত হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। প্রার্থনা শেষে চাহিয়া দেখিলাম স্বামী নিদ্রিত আছেন. আমিও শুইয়া পড়িলাম।

আড়ম্বরবিহীন এই উপাসনা আমার সমভাবেই চলিতে লাগিল। সর্ব্বকার্য্যের উর্ধ্বে এই কাজটি আমার অসম্পন্ন থাকিবে, এই আশঙ্কায় রাত্রিতে বাড়ী যখন একেবারে নিঝুম হইয়া পড়িত সে সময় বিছানার একপাশে বসিয়া তন্ময়চিত্তে আমি উপাসনা করিতাম। সাধ্বী পত্নী যেমন সর্ব্বকার্যের অবসর ও অনবসর সময়ে স্বামীর চিন্তায় আনন্দ উপলব্ধি করে, বিধাতার নাম ধ্যান ও উপাসনা করিয়া আমি অন্তরে তেমনি আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলাম এবং আমার পরাজিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের অকূল সমুদ্রে এই সুদৃঢ় অবলম্বন যেন কখনো হারাইতে না হয় সেজন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এ গুপ্ততথ্য আর কেহ না জানিলেও স্বামী বুঝিয়া ফেলিলেন। একদিন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রোজ রাত্রিতে নমাজ পড় নাকি?" আমিও শুধু হাসিয়াই সে কথার জবাব দিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

ময়মনসিংহ

সেণ্টার চেঞ্জ করিয়া ময়মনসিংহে আসিয়া পরীক্ষা দিবার জন্য জ্যোতির্ম্ময়কে চিঠি লিখিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা ময়মনসিংহে চলিয়া আসিলাম। প্রশ্ন বাহির হইয়া পড়াতে পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া গিয়াছিল। তাই তাহাকে কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহে আসিতে লিখা হইল। ময়মনসিংহে আমার ৺শ্বশুরমহাশয়ের নিজ বাড়ী ছিল। আমার ভাসুর সেখানে ওকালতি করিতেন। তাঁহারই মেজ মেয়ে ডলির বিবাহে আমাদের সেখানে আসিতে হইয়াছিল। বিবাহের পরে স্বামী শুখচরে চলিয়া গেলেন। জ্যোতির্ম্ময়ের পরীক্ষা তখনো শেষ হয় নাই, তাই শারদীয়া পূজা পর্য্যন্ত আমার ময়মনসিংহে থাকা স্থির হইল। ময়মনসিংহে আসিয়াই আমি ব্রত আরম্ভ করিলাম। পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা ব্রত-পালনে আমার এরূপ শ্রদ্ধা দেখিয়া আনন্দের সহিত আমাকে সাহায্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন। ব্রতের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতাম না। কিন্তু সেই তিনি, আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠিত ভগবান। অন্তরে আমি তাহাই স্মরণ করিতাম এবং আত্মসমর্পণের একটী পরিপূর্ণ নির্ভরতা, চিত্তের পূর্ণ ব্যক্ততা, সর্ব্বোপরি আকর্ষণের একটী স্নিগ্ধ স্পর্শ আমি একটু বিশেষভাবেই অনুভব করিতে লাগিলাম। হৃদয়তন্ত্রীর সুখদুঃখময় প্রতি ঝঙ্কারে অন্তরের অধিষ্ঠাতা আমাকে এমনি মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতেন যে, সময় কি অসময় কিছুই আমার জ্ঞান থাকিত না। আমি ভগবানের চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতাম। আমি শাক্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, শাক্ত স্বামীর পত্নী। কুলগত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যে মাতৃনাম আমি আকুল আগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, এবং যে আকর্ষণে মোহাবিষ্ট আমি আকৃষ্ট হইতেছিলাম, সেই অনাবিল আনন্দধারার মধ্যেও বিদ্যুৎস্ফূরণের ন্যায় যাঁহার সুমধুর নাম আমার স্মরণপথে উদ্গিত হইতে লাগিল, তিনি আমার শ্বশুরালয়ের গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতা, ভগবানের প্রেমময় যুগলমূর্ত্তি, "গোবিন্দ !"

সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া অতি অল্পসময়ের মধ্যেই এই অভাবনীয় স্মরণে আমার মনে একটা জটিল প্রশ্ন আসিয়া পড়িল। জ্ঞানহীনা আমি সে সমস্যার সমাধান করিতে পারিলাম না। কিন্তু অন্তর আমায় বিশেষভাবেই বলিয়াদিল, গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতা তিনি সর্ব্বোপরি! এবং তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই আমার উপাসনার সময়ে সেই সুমধুর গোবিন্দ নাম আমি প্রথমে বারংবার স্মরণ ও প্রণাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া পরে মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিতাম ও তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিতাম। আমি শাক্তের কন্যা, শাক্তের পত্নী, তাই মাকে যেন হারাইতে না হয় এই নিদারুণ ত্রাসে প্রাণের আকুল প্রার্থনা আমি অকপট নিবেদনে মায়ের চরণেই ঢালিয়া দিতাম।

১৩২৪ সন, ২৪শে আগষ্ট। জ্যোতির্ম্ময় সেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল সেদিন মনটা কেমনই অশান্ত বোধ হইতেছিল। বুঝি এবারও প্রশ্ন বাহির হইয়া পড়িবে! জীবনের এই সর্ব্বস্বধনকে ইচ্ছামত স্থানে রাখিয়া পড়াইবার শক্তি আমার আছে কি? অথবা তাহাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া পড়িতে হইবে?

হৃদয়ভেদী একটি নিঃশ্বাস সকল চিন্তা হইতে আমাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া মা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করাইয়া দিল। সময় কি অসময় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই বিশ্ববাঞ্ছিত চরণতলে আমি তন্ময় হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর।

অকস্মাৎ আমার অন্তর্দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। দেখিলাম গভীর কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা। মধ্যস্থলে শুভ্রবসনা নারীমূর্ত্তি। যুগ্মহস্তে সমুজ্জ্বল শুভ্রবীণা! নিমেষে সেই দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া গেল, উপাসনাও শেষ হইয়া গেল।

আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম এ কি আমার মনের ধাঁধা? যোগী-ঋষি কঠোর সাধনা করিয়াও যাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন পায় না, নগণ্য আমি, তিনিই কি আমাকে দেখা দিলেন? এও কি সম্ভব! অন্তর্যামী! তুমি জান প্রভো!

বিধাতার চরণে আমি যে আনন্দের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলাম, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বহন করিতে হইবে,—এ চিন্তাও আমার অসহ্য ছিল। হৃদয়ের বলে আমি ভগবানের নাম জড়াইয়া ধরিলাম। সাধনা আমার সমভাবেই চলিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়

ময়মনসিংহ

১৩২৬ সন। আমার ভাসুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দীনেশের বিবাহোপলক্ষে আমাদের ময়মনসিংহে আসিতে হইল। বিবাহের পরে স্বামী শুখচরে চলিয়া গেলেন। এবারও সাংসারিক নানা কারণে আমাকে কিছুদিনের জন্য ময়মনসিংহে থাকিতে হইল।

এই দীর্ঘ তিন বৎসর যাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আমি সাধনা করিতেছিলাম। মাতৃনামে বিভোর হইয়াই আমার জীবন মন ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মন আমার একদিন পরিপূর্ণ বলে সজাগ হইয়া বলিল, মা যে আমার অনন্তরূপিণী। অদীক্ষিতা আমি, তাই মাকে মঙ্গলচণ্ডী নামে আরাধনা করিতেছি। কিন্তু সাধকগণ মাকে কালীমূর্ত্তিতেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ধাঁধা আর এবার থাকিতে দিব না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে আমার চিরস্মরণীয় দিন।

১৩২৬ সনের ২৩শে আশ্বিন। সন্ধ্যারাত্রি। উপাসনার প্রারম্ভেই আমি আকুল আগ্রহে,—বিশ্বনাথ ধরাবক্ষে শায়িত, মা আমার রণ-রঙ্গিনীরূপে পতিবক্ষোপরি দণ্ডায়মানা। এই মানসমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া মায়ের চরণতলে প্রণতা হইয়া শিশুর মতই আবদার করিয়া বলিলাম, "বলে দে মা, কোন্ মূর্ত্তিতে পূজা করলে তোকে আমি পাব!"

অকস্মাৎ গৃহের দীপালোক ম্লান করিয়া অপার্থিব কৌমুদী আমার অন্তর্দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। সেই বিমল আলোকে ঊর্দ্ধ্বে দণ্ডায়মানা, এ কাহার সৌম্যমূর্ত্তি? সৌম্য গম্ভীর দৃষ্টি আমারি পানে স্থাপন করিয়া অচঞ্চলভাবে দণ্ডায়মান।

যেন বিশেষ করিয়াই আমাকে চিনিয়া লইবার সময় দিতেছে। এ কাহার প্রশান্ত মূর্ত্তি? এ যে আমার স্বামী!

হরি হরি! এ যে আমার অতি পরিচিত মূর্ত্তি, এও কি কখনো ভুল হইতে পারে? সেই সমুন্নত দেহ, প্রশস্ত ললাট, স্থির বিশাল নেত্রের অচঞ্চল দৃষ্টি, এ যে আমার স্বামী! সেই অকালে দন্তহীনতার দরুণ অধরোষ্ঠ ও গণ্ডদেশের ঈষৎ কুঞ্চিতভাব, পরিধানে সেই চিরাভ্যস্ত সাদা কোট। দক্ষিণ হস্ত পকেটে স্থাপিত! কিছু ভুল নাই, কোন ভুল নাই। সেই মূর্ত্তি সেই বেশ, সেই দক্ষিণ হস্ত পকেটে স্থাপন করিবার চিরাভ্যাস!!

মোহঘোর অপসৃত হইলে পরে বুঝিতে পারিলাম এ মূর্ত্তি-খানি নিমেষে মিশিয়া যায় নাই। বিশেষ করিয়াই আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিনিয়া লইবার সময় দিয়াছিল। কিছুই তবে আমার মনের বা চোখের ধাঁধা নয়, সবই সত্য! সুস্থদেহ আমার, এ তো ব্যাধির বিকার নয়, এ যে আমার আকুল প্রশ্নের পরিপুর্ণ উত্তর, চিরসত্যের অপূর্ব্ব লীলা! তবে তুমি আছ অন্তর্য্যামী! এই অতি ক্ষুদ্র দীনহীনার অন্তরেও আছ প্রভো! কিন্তু একি রহস্য জননী! এ যে মানব মূর্ত্তি! এই মূর্ত্তি পূজা করিলে কি তোর পূজা করা হয় মা? যে সুমধুর মাতৃনামে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমি তোকে আকুল প্রাণে ডাকিতেছি, কোন্ নামে এ চরণ আমি পূজা করিব মা? গভীর সমস্যায় আমি বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম।

বিধাতার এই অতি স্পষ্ট, রহস্যপূর্ণ গভীর ইঙ্গিত কোনো অজানিত মহান্ রাজ্যে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম না। যে মঙ্গলচণ্ডী নামে আমি ভগবানের আরাধনা করিতেছিলাম, সেই নামই হৃদয়ের বক্ষে গভীরভাবে জড়াইয়া ধরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া রহিলাম। এই দীক্ষাহীন জীবনকে কোন্ মহাদীক্ষায় দীক্ষিত করিতে বিশ্বগুরু আমায় আহ্বান করিতেছেন সে সময় জানিতে পারি নাই। কিন্তু পার্থিব গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ যে আমার জীবনে একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়া গেল তাহা বুঝিয়া নেওয়া আমার কঠিন বোধ হইল না।

অগ্রহায়ণ মাসে স্বামী আমাকে শুখচরে লইয়া আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়

গুপ্তচর

জিজ্ঞাসু অন্তর যে সময় প্রশ্ন করিয়া সংশয় হইতে মুক্তি পাইতে চায়, আত্মশক্তিকে যে তখন চিন্তা করিতে পারে না। তারকেশ্বরে হত্যা দিয়া লোকে সে আদেশ পাইবে তাহা তাহাকে পালন করিতেই হইবে। হোক্ সে যতই কঠিন। মানবের ভক্তিস্রোত বন্ধুর পথে প্রবাহিত হইয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বিধাতার আহ্বান এমনি জটিল, এমনি কঠিন।

আমার ধ্যাননিষ্ঠ চিত্ত জটিল সমস্যায় বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভগবানের চরণে আমার আসক্তি, দুঃখ-জরাকীর্ণ অন্ধকারে আমায় পশ্চাৎ ফিরিতে দেয় নাই। ক্রমেই আমি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলাম এবং অবসরের প্রতিমুহূর্ত্ত ভগবানের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতাম।

ক্রমে এই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আমার মানসচক্ষে যে অপুর্ব্ব সুন্দর রূপ সুবঙ্কিম ভ্রূভঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে বিস্ময়, আনন্দ, আমার ধ্যানমগ্ন অবস্থা চঞ্চল করিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তের জন্যও যাঁহার রূপ আমি স্মরণ করি নাই, ভক্তিভরে বারংবার প্রণাম করিয়া তাঁহার সুমধুর নাম করিয়াছি, আজ জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারই বিশ্ববিমোহন রূপ আমার চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে! অস্পষ্ট, অথচ অতি স্পষ্টভাবেই আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছেন! এই ক্ষুদ্র ভিক্ষাভরা অন্তরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত তাঁহার করুণামাখা মহান্ চিত্তের গভীর আকর্ষণ ব্যক্ত করিতেছেন।

এ কোন্ ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এ কোন্ সুধামাখা অব্যক্ত ভাষা।

হে কৃষ্ণ। হে ভগবান। সুন্দর। চিরসুন্দর। তোমার এ সম্মোহন রূপের সহিত যে আমি জন্মাবধি অপরিচিত। এবার বিশেষ করিয়া চিনিয়া লইবার আবশ্যক আছে কি? এ কোন্ তড়িৎ-স্পর্শে তুমি আমার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া, অনুভুতির নিভৃত স্থানে বলিতেছ, 'পরিচিত। চির পরিচিত।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোহনিদ্রা হইতে আমাকে জাগরিত করিবার জন্য জাগরণীর যে মধুর রাগিণী ছায়াময় রূপে আমার অন্তরে ভাসিয়া উঠিতেছিল, আবিষ্ট আমি, দেহের শিথিল গ্রন্থিগুলি স্ববশ করিয়া উঠিয়া দাড়াইতে অসমর্থ হইলেও আমার অন্তর্য্যামীকে আমি চিনতে পারিলাম। **ভগবান শ্রীকৃষ্ণ !!**

বিশ্বরাজ। তুমিই তবে সর্ব্বান্তর্য্যামী। শৈশবাবধিই যে আমি তোমার চরণতলে প্রণাম করিয়া উপাসনার সময় আমার শিশুচিত্ত উন্মুক্ত করিয়া আমার সকল সুখদুঃখ তোমার পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছি। তাই কি তুমি আমার কিশোর বয়সে তোমার চরণাশ্রয়ে আমাকে স্থান দিয়াছ প্রভো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

-স্বামী উপলক্ষ মাত্র! আজ যে আমি তোমাকে বিশেষভাবেই চিনিতে পারিতেছি প্রভো! তুমিই যে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠিত ভগবান! আমি যে সুখে দুঃখে তোমার চরণে কাঁদিয়াছি। তাই কি তুমি আমাকে দূরে যাইতে দাও নাই? একদিন উপাসনার সময় বলিয়াছিলাম, "হে আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, হে আমার পালনকর্ত্তা, তোমায় আমি চিনি না প্রভো, কিন্তু আমার ভিক্ষা যেন তোমার চরণতলে স্থান পায়।" তাই কি তুমি, ওগো জগৎ-স্বামী! পরমেশ্বর! হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! এই দীনহীনাকে তোমায় চিনিতে দিলে? তোমার এই অপার করুণার উপযোগী আমায় কর প্রভো॥

সপ্তম অধ্যায়

শুখচর

১৩২৬ সনের ফাল্গুন মাস। গভীর রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, অতি উচ্চ স্থানে একটী আলোময় চত্বর। সেখানে আমি একাকিনী স্থিরভাবে দাড়াইয়া আছি; সম্মুখে আমার সার্দ্ধ চারিহস্ত পরিমাণ দূরে এক শুভ্রবেশ, নগ্নগাত্র, মুণ্ডিত-মস্তক পুরুষ একখানি যুগলমূর্ত্তির পদতলে বসিয়া বাদ্যযন্ত্র হস্তে উচ্চ গম্ভীর স্বরে গান গাহিতেছেন। বিগ্রহের সম্মুখভাগে গায়ক, অদূরে দাঁড়াইয়া আমি নিশ্চল স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছি। অকস্মাৎ সেই দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ঠিক সেই যুগলমূর্ত্তির স্থান হইতে অপার্থিব মধুর বংশীধ্বনি বাজিয়া উঠিল এবং সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বংশীধ্বনির মধুর ঝঙ্কারের তালে তালে নৃত্যগীতভরে একখানি মন্দির নিমেষে আমার দক্ষিণ পাশে,—এক হস্ত পরিমাণ দূরে আসিয়া স্থির হইল। মন্দিরের পুরোভাগে নির্ভীক চিত্তে একাকিনী আমি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছি। মন্দিরাভ্যন্তরে কোমল স্নিগ্ধ রাগিণীতে অপার্থিব মধুরতা ঢালিয়া অজ্ঞানিত বংশীখানি প্রাণস্পর্শী স্বরে গাহিতেছে !! মুগ্ধ, আনন্দবিহ্বল আমি, আত্মবিস্মৃত হইয়া বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছি! আনন্দের সে কোন মদিরা আমার প্রাণময় প্রবাহিত হইয়া আমায় আনন্দবিহ্বল করিয়া ফেলিল! বংশীর মধুর ধ্বনি যেমনি হ্রাস হইয়া আসিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই শ্বশ্রূমাতার দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টি মিলিত হইল।

দেখিলাম, মন্দিরের বহির্ভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে ভীত কম্পিত দেহে, হস্তদ্বয় সঙ্কুচিতভাবে জানুমধ্যে সংলগ্ন করিয়া কম্পমান তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টি মিলিত হইবা মাত্র, তিনি আমায় ঈষৎ আদেশের স্বরে বলিলেন—"গোবিন্দ !! প্রণাম কর্"।

দেখিলাম, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মন্দিরের দ্বারদেশে আমি মাথা নত করিয়া প্রণাম করিলাম ; প্রণাম করিয়া দাঁড়াইবা মাত্র আমার দৃষ্টি মন্দিরাভ্যন্তরে আকৃষ্ট হইল। ঈষৎ গাঢ় ধূম্রে মন্দির সমাচ্ছন্ন। মন্দিরের শেষাংশে অস্পষ্ট উচ্চ আসন— উজ্জ্বল পীতাভ !!

সেই মুহূর্ত্তেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায়ও আমার অন্তর ভরিয়া অপার্থিব আনন্দ-স্রোত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বারংবার ভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম করিতে লাগিলাম।

ভোরে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম, কিন্তু সবই ভুল হইতে লাগিল। কেবল ভগবানকে স্মরণ হইতেছিল আর আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। এভাবে কোনমতে কাজ সারিয়া চৌকির উপরে বসিয়া আপন মনেই সুর বাঁধিয়া গাহিতে লাগিলাম—

"গোবিন্দ মধুসূদন, গোবিন্দ মধুসূদন।
গোবিন্দ বল মন, গোবিন্দ বল মন।"

আমি আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া এই দুই লাইন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাহিতে লাগিলাম। হঠাৎ স্বামীর দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আমার দিকে তাকাইয়া আছেন।

তিনি কি ভাবিলেন জানিনা; কিন্তু প্রাণ আমার চঞ্চল হইয়া পড়িল। আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে ভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলাম,

অন্তরের অন্তর্য্যামী! গোবিন্দ! এই পথের ভিখারিণীকে আজ যে তুমি অপার করুণা দানে অনৈসর্গিক আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া দিয়াছ প্রভো। হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! তোমার সম্মোহন সুমধুর বংশীধ্বনি যে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়া আনন্দের মদিরায় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে! তোমারই পাদপদ্মে প্রণতা হইয়া অন্তর যে আমার কেবলই প্রাণ ঢালিয়া তোমাকে প্রণাম করিতেছে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

(শুখচর)

অন্ধ যেমন হীরকখণ্ডের উজ্জ্বলতা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও তাহার মহার্ঘতার সহিত পরিচিত থাকে, তেমন অন্ধ চিত্ত আমার বিধাতার অচিন্ত্যস্বরূপে অনভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার মহিমা, তাঁহার অপার্থিব মধুরতা উপলব্ধি করিয়া শৈশবাবধিই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

গভীর রাত্রিতে স্বপ্নাবেশে অভিভূত করিয়া অন্তর্য্যামী আমার দৃষ্টিপথে বিশ্বের যে গভীর রহস্য অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন্ তাঁহার এ সুগভীর ইঙ্গিতে মুগ্ধ আমি বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়া দেখিলাম, একমাত্র পরমেশ্বরেই আমার চিত্ত আকৃষ্ট ছিল।

গোবিন্দ! গোবিন্দ! হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! তোমার পাদপদ্মে আমায় স্থান্ দাও প্রভো! এ কোন্ অজানা অনৈসর্গিক জগতে, এমনি সুমধুর সুরে তুমি আমায় আহ্বান করিলে প্রভো! দয়া করে তোমার পাদপদ্মের উপযোগী আমায় কর প্রভো! আমার জীবনের সকল কামনা হইতে আমায় মুক্ত করিয়া দাও প্রভো! এ জীবনের অতিপ্রিয় হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! এই পথের ভিখারিণীকে যে তুমি অপার করুণা দান করিয়াছ প্রভো! আর কতকাল, ওগো কতকাল আর, দূরত্বের এই কঠিন ব্যবধান! হে ভগবান! তোমার পাদপদ্মে আমায় চিরতরে স্থান দাও প্রভো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

ময়মনসিংহ

১৩২৭ সনের শ্রাবণমাসে স্বামী আসাম গৌরীপুর রাজার ষ্টেটের চাকরী ত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ সেরপুরে জমিদারের ষ্টেটে কার্য্য গ্রহণ করিলেন এবং একমাসের জন্য আমাকে ময়মনসিংহে রাখিয়া তিনি সেরপুরে চলিয়া গেলেন।

১৯শে ভাদ্র, রাত্রি দ্বিপ্রহর, আমি নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নাবেশে দেখিতে পাইলাম, আমার শ্বশুরালয় মৌহালীর বাড়ী; বাড়ীর দালানের বারান্দার এক প্রান্তে আমার স্বর্গত দিদিশাশুড়ী ঠাকুরাণী উদ্বিগ্নভাবে হাত নাড়িয়া বলিতেছেন—

"লক্ষ্মী হারাইয়া গিয়াছে, এখন উপায়?" শ্বশ্রূমাতা উদ্বিগ্নভাবে মাঝের কোঠায় প্রবেশ করিলেন।

দীর্ঘ বারান্দার অপর প্রান্তে উচ্চাসনে উপবিষ্ট উজ্জ্বল শ্যামলকান্তি অপূর্ব্ব পুরুষ! মুখশ্রী ম্লান গম্ভীর! তাঁহারি পাদপদ্মে নতজানু, নতমস্তকে প্রণতা আমি, কাতরস্বরে বলিতেছি—

"প্রভো! তবে কি এবার সত্যিই তুমি
একলা থাকতে পারবে?"

এই রহস্যপূর্ণ বাণীর শেষ মুহূর্ত্তেই আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু অন্তরের অভ্যন্তরে কি এক অজানিত কান্না আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। এই রহস্যপূর্ণ বাণীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধাতা আমাকে কি জানাইলেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বহুদিনের স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল। বুদ্ধদেব অভিনয়ে দেখিয়াছিলাম, নারায়ণ রাজাসনে উপবিষ্ট আছেন। মূর্ত্তিমতী দয়া তাঁহার পাদপদ্মে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতেছে।

আজ আমি! হরি হরি! এ কি লীলা তোমার প্রভো! নিঃস্ব, একান্তভাবে রিক্ত, এ কোন ভিখারিণী আজ নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমার বিশ্ববাঞ্ছিত চরণ-রাজীবে বেদনা জ্ঞাপন করিতেছে! আনন্দে, বেদনায় অন্তর আমার ভরিয়া গেল। ভক্তিভরে ভগবানের পাদপদ্মে আমি প্রণাম করিলাম। কতখানি সময় চলিয়া গেল জানি না, অকস্মাৎ শ্বশ্রূমাতার আহ্বানে আমি চমকিয়া উঠিলাম—এতই বেলা হইয়াছে, আমি শুইয়া আছি। তিনি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌ, তোমার কি অসুখ হইয়াছে?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম, চিত্ত অবসাদপূর্ণ। দ্বিপ্রহরে শ্বশ্রূমাতাকে বলিলাম, মা, আপনি আমার একটী কাজ করিয়া দিবেন। তিনি বলিলেন, "কি কাজ, বল।" আমি শান্তভাবে উঠিয়া বাক্স হইতে একখানা গিনি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, এই গিনিখানা দিয়া আপনি ভগবান গোবিন্দ রায়ের ও লক্ষ্মীর মুকুট তৈরি করাইয়া দিবেন এবং শারদীয়া পূজার সময় তাঁহাদের পরাইয়া দিবেন।

তিনি বলিলেন, "এখনি কেন, তোমার জ্যোতির্ম্ময় বি, এ, পাশ করুক, তার পরে দিও।" আমার সারা অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, জ্যোতির্ম্ময় পাশ করিবে তবে দিব? ভগবানকে স্মরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া বলিলাম, অন্তরে তো তুমি আমায় কাঙ্গাল কর নাই প্রভো। শ্বশ্রূমাতাকে বলিলাম "না মা, আপনি বাধা দিবেন না।"

শ্বশ্রূমাতা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া গভীর স্বরে বলিলেন, "ছোট বৌ, তুমি একবার বাড়ীতে যাইয়া ৺গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া আসিও।"

গোবিন্দ! জীবন স্বামী, প্রভো! হে ভগবান! ওগো কতকাল, কতকাল আর দূরত্বের এই ব্যবধান!

দশম অধ্যায়

সেরপুর

ভাদ্রমাসে স্বামী আমাকে সেরপুরে লইয়া আসিলেন। এই নূতন অপরিচিত স্থানে সংসার গুছাইয়া বসিতে অর্থের প্রয়োজন, দেখিলাম স্বামী রিক্তহস্ত।

১৩২৭ সন, ১০ই কার্ত্তিক, সেদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমা। রাত্রিতে স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া আমি উপাসনা করিতে লাগিলাম। তিনি নিদ্রিত ছিলেন। ভগবানের মাতৃনামে আমি এমনি আকৃষ্ট ছিলাম যে পরিপূর্ণভাবে তাঁহাকে চিনিয়াও মাতৃনাম আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই। উপাসনার সময় প্রথমে ভগবানের গোবিন্দনাম স্মরণ ও প্রণাম করিয়া মাতৃসম্বোধনে তাঁহার পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতাম। সেদিন আমার সকল অভাব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদনাভরা অন্তরে উপাসনার সময় মায়ের চরণে কাঁদিয়া বলিলাম, "মা, শিশুসন্তান নিয়ে যেন ভেসে যাই না!"

হঠাৎ একটী নিশাচরের কণ্ঠস্বরে আমার উপাসনা ভঙ্গ হইল। বুঝিতে পারিলাম, রাত্রি গভীর হইয়াছে। ভক্তিভরে নত মস্তকে আমি মায়ের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। প্রণাম শেষ হইবামাত্র, আমার অন্তর্দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল! নত মস্তকে প্রণতা আমি, আমার সম্মুখভাগে উর্দ্ধে, মায়ের দক্ষিণ পার্শ্বের সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় দুখানি বাহু। উর্দ্ধ বাহুর অভয় করপদ্ম নিম্নমুখ, নিম্নবাহুর করপদ্মে একটী স্বর্ণপুষ্প। পুষ্পটির অপার্থিব উজ্জ্বলতা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে!!

আমি মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিলাম এবং স্তব্ধ বিমুগ্ধ চিত্তে কৃতজ্ঞতা ভরে মায়ের চরণে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম। আত্মবিস্মৃত আমি, কতক্ষণ এভাবে কাটিয়া গেল জানি না। পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম, স্বামী গভীর নিদ্রিত আছেন। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণতলে প্রণাম করিলাম—বারংবার আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠিত ভগবান গোবিন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিতে করিতে আমি শুইয়া পড়িলাম।

গোবিন্দ! গোবিন্দ! তোমার
পাদপদ্ম যেন আমি হারাই না প্রভো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়

সেরপুর

১৩২৭ সন, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে স্বামী দুই মাসের জন্য ষ্টেটের একটী ডিহীতে কার্য্যোপলক্ষে চলিয়া গেলেন। ছোট ছেলে অমিতাভ ও ছোট মেয়ে সুজাতাকে নিয়া আমি বাসাতে রহিলাম। দেবব্রত ও সুধীন ময়মনসিংহে ছিল। জ্যোতির্ম্ময়ের সেবার বি, এ, পরীক্ষা। সে কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলে ছিল।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে হইবে। কিন্তু এই অপরিচিত স্থানে কিরূপে সব জোগাড় করিয়া নিব, তাই শ্বশ্রূমাতাকে বাড়ীতে আমার নামে ব্রত করিতে লিখিয়া দিলাম।

২৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ব্রতকথার বই পড়িয়া, পরে উপাসনা করিব ইহা স্থির করিয়া বেলা ৮টার সময়ই স্নান করিতে প্রস্তুত হইলাম। কাপড়খানা হাতে নিয়া স্নানের স্থানে যাইব, ঠিক এমনি সময়ে একটী ভিখারিণী মেয়ে (কিশোরী) আমার কাছে হাত জোড় করিয়া মিনতির স্বরে বলিল, "মা, আমাকে একখানা কাপড় দাও।" এমনি ভিখারীর তো অভাব নাই। ব্যস্ত স্বরে আমি বলিলাম—'যা, যা, আমার কাজ আছে, কাপড় কোথায় পাব রে?' কিন্তু সে এমনি নাছোড়বান্দা যে আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল বলিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ঝাঁটা নিয়ে আসিস্, কাপড় দিব।' মেয়েটী বলিল, 'আজ তো মঙ্গলবার, শুক্রবারে আসিব।' বলিলাম, আচ্ছা। চাউল দিয়া ভিখারিণীকে বিদায় করিয়া আমি স্নান করিতে গেলাম।

স্নানান্তে ব্রতকথা সমাপন করিয়া আমি উপাসনা করিতে বসিলাম। কিন্তু উপাসনার সময় সেই ভিখারিণী মেয়েটীর কথাই কেবল আমার মনে পড়িতে লাগিল। সবলে সে চিন্তা দূর করিতে চাহিলেও ভিখারিণীর মিনতিভরা কথাগুলি আমার উপাসনার নিবিষ্টতাকে এলোমেলো করিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি উপাসনা শেষ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। চাকরকে বলিলাম, প্রফুল্ল, দেখতো শীগ্‌গির, ভিখারিণী মেয়েটীকে রাস্তায় পাও কি না। সে কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিল, না খুঁজিয়া পাইলাম না।

অশান্তিতে সারাদিন আমার কিভাবে যে চলিয়া গেল, নিজ মনেই ভাবিতে পারিলাম না। রাত্রিতে উপাসনা করিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি চারিটার পরেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

স্তব্ধ রাত্রির গভীর নীরবতায় ভিখারিণী মেয়েটীর কাতরোক্তিগুলি আমাকে এমনি তীক্ষ্ণভাবে যাতনা দিতে লাগিল যে, অনুতাপে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, ওরা কত গরীব। এমনি অধম আমি, নিশিদিন ভিক্ষার ঝুলি খুলিয়া ভগবানের চরণে আমি ভিক্ষা মাগিতেছি, আর এই ভিখারিণী বালিকাকে তুচ্ছ একখানা কাপড়ের জন্য বিমুখ করিয়া দিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুতাপে অশ্রুজল রোধ করিতে অক্ষম হইয়া দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে কাঁদিয়া বলিলাম—

নারায়ণ! প্রভো!

এ কোন্ অধমে তুমি বৈকুণ্ঠের দ্বারে

এমনি মধুর সুরে আহ্বান করিয়াছিলে!

অকস্মাৎ আমার বাষ্পরুদ্ধ মুদিত চক্ষুর অন্ধকার যবনিকায় অপার্থিব স্বর্ণরশ্মিতে দীপ্তিমান বৃহৎ কিরীট তুল্য একখানি স্বর্ণমুকুট ভাসিয়া উঠিল!

স্থির! অচঞ্চল!

গোবিন্দ! গোবিন্দ! বিশ্বরাজ! রাজাধিরাজ! ওগো নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া, হে আমার অন্তর্য্যামী, আজ আমার কোন্ স্মৃতি-খানিকে তুমি বিশেষ করিয়া জাগাইয়া দিলে! এই দীনহীনার জীর্ণকুটীরে, আজও তুমি তবে আমার কাছে আছ প্রভো! অনন্ত করুণাময়! তোমার এই অপার করুণার উপযোগী আমায় কর প্রভো!

পরদিন বেলা সাড়ে আট ঘটিকা হইবে। সেই ভিখারিণী মেয়েটী ঝাঁটা হাতে নিয়া আসিয়া আমার কাছে দাড়াইয়া বলিল, "এই যে মা, আজই ঝাঁটা আনিয়াছি।" দুদিন পরে তাহার আসিবার কথা ছিল। কিন্তু সে আজই আসিয়াছে, আনন্দে আমার বুক ভরিয়া গেল। বেশ ভাল একখানা কাপড় তাহার হাতে দিলাম। ঝাঁটার দাম আলাদা পয়সা দিয়া তাহাকে বলিলাম বেশ করেছিস্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাউল দিয়া বলিলাম, একমাস পরে আবার আসিস্। 'আচ্ছা' বলিয়া মেয়েটী চলিয়া গেল। মেয়েটীকে বিদায় করিয়া, আর কোনদিকে না চাহিয়া, আমি ঘরে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পড়িয়া ভগবানের পাদপদ্মে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম। কৃতজ্ঞতায় সারাচিত্ত আমার ভরিয়া গেল।

হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! গোবিন্দ! তোমার সান্নিধ্য আমি যেন হারাই না প্রভো!

আমি দেশের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য আকুল হইয়া পড়িলাম। স্বামীর অনুপস্থিতিতে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই কবে তিনি আসিবেন সেই আশায় দিন গুনিতে লাগিলাম।

মাঘ মাসে তিনি সেরপুরে আসিলেন। বাড়ী যাওয়ার কথা তাঁহাকে বলিতেও আমার আশঙ্কা বোধ হইল। তিনি বেশ সংসারী পুরুষ ছিলেন। এ সব আলোচনাও তাঁহার বিশেষ প্রীতিকর ছিল না। সংসারে মনোযোগী হইতেই তিনি আমাকে উপদেশ দিতেন। কেমন করিয়াই আর তাঁহাকে বাড়ী যাওয়ার কথা বলিব!

বাড়ীতে যাওয়ার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইলাম না। স্বামীকে বলিলে তিনি বলিবেন তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে, ও সব চিন্তা ছাড়িয়া দাও, সংসারে মন দাও। দুনিয়ার চক্ষে হাতে-কলমে যাহা প্রমাণিত করিতে পারিব না, তা যে পাগলের খেয়াল বলিয়াই লোকে উপহাস করিতে চাহিবে। বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিল, আমি নীরবে দিন গুনিতে লাগিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কোলের মেয়েটি সুজাতা রেমিটেণ্ট ফিভারে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। আমি বড় বেশী চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। উপযুক্ত চিকিৎসা করিবার স্থান তো এ নয়।

১৩২৭ সন, ১৪ই ফাল্গুন, সেদিন সুজাতার জ্বর এমনি বাড়িয়া উঠিল যে, আমি প্রমাদ গণিলাম। উপাসনার সময় মায়ের চরণে কাঁদিয়া বলিলাম, "আমার সুজাতাকে তুই রক্ষা করিস্ মা।" উপাসনা শেষে শুইয়া পড়িলাম।

গভীর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, প্রশস্ত জলাশয়। সেই জলাশয়ের একপ্রান্ত হইতে সুজাতাকে বুকে জড়াইয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছি। অকস্মাৎ গভীর জলে পড়িয়াই আমি সুজাতাকে দৃঢ়ভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। কিন্তু ডুবিয়া গেলাম না।

দেখিলাম, স্থির জলরাশি-বক্ষে ভাসমান আমি। আমার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া শায়িত আছি। সুজাতা আমার বুকের উপরে তেমনিভাবে শায়িত আছে। সেই উপর্যোপরি বক্ষের উপরে, ঠিক মধ্যস্থলে, অপার্থিব উজ্জ্বল, গভীর কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—"গোবিন্দ !"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কৃতজ্ঞতাভরে আমি ভগবানের পাদপদ্মে প্রণতা হইলাম। ভোরে সেরপুর হাসপাতালের ডাক্তার, তিনি নাকি একমাসের জন্য এই কাজে আসিয়াছেন। অভিজ্ঞ এবং আমার শ্বশুরদেবের সঙ্গে নাকি তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুজাতার জ্বরের খবর পাইয়াই ভোর আটটার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুজাতাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সুচিকিৎসায় সুজাতা একসপ্তাহের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিল। আমি কৃতজ্ঞতা-ভরে ভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। অভিভূত চিত্তে আমার জীবনটাকে বিশেষভাবেই নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলাম একমাত্র পরমেশ্বরেই আমার বিশ্বাস ও ভক্তি অবিচলিত ছিল। নিয়তির জটিল খেলায় যে গরীয়সী মাতৃনাম আমি হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিয়াছি, আমার সাধনার গতিটীকে বিভিন্নমুখী করিয়া সেই চিরপরিচিত প্রিয় সন্নিধানেই যে আমাকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে!

ওগো অচিন্ত্যস্বরূপ! হে কৃষ্ণ, হে ভগবান! গোবিন্দ! তুমি যে তোমারি চরণাশ্রয়ে আমাকে স্থান দিয়াছ প্রভো! আমার সারাচিত্ত উন্মুক্ত করিয়া শৈশবাবধিই যে আমি তোমার চরণতলে আমার সকল সুখ দুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছি! বিশ্বে উপেক্ষিতা, এই দীনহীনা তোমাকেই যে তার জীবনের পরম অবলম্বন করিয়া তোমারই পাদপদ্ম বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল!

ওগো তাই কি, তাই কি তুমি, হে আমার জীবনের অতি প্রিয় কৃষ্ণ! অতি প্রিয় ভগবান! তুমি তোমারই চরণাশ্রয়ে আমাকে স্থান দিয়াছ। দূরে যাইতে দাও নাই। তাই কি আমি উপাসনা কালে তোমার রাজীব-চরণে এমনি তন্ময় হইয়া পড়ি।

অন্তর্য্যামী! হে কৃষ্ণ হে ভগবান! তোমার পাদপদ্ম আমি যেন হারাই না প্রভো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ অধ্যায়

সেরপুর

আমি দেশের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য আকুল হইয়া পড়িলাম। ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীকে বলিলাম, তুমি আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। কিন্তু তিনি জোরের সহিত বলিলেন, "সে এখন হতেই পারে না। কেন তুমি বাড়ী যাওয়ার জন্য এত আকুল হইয়াছ?" আমি নির্ব্বাক রহিলাম। ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিলাম "অন্তর্য্যামী! তুমি যে আমার সর্ব্বপ্রকারেই নিঃস্ব করিয়া ভবের হাটে ছাড়িয়া দিয়াছ। কিন্তু প্রভো, তোমার আদেশ আমি যেন পালন করিতে পারি। হে ভগবান আমায় তুমি দয়া কর প্রভো!"

চৈত্রমাসের তৃতীয় সপ্তাহ। সেদিন পাশের বাড়ী নিশিবাবুর বাসায় হরিসংকীর্ত্তন হইতেছিল।

আত্মচিন্তায় বিভোর আমি। ভাবিতেছিলাম, এমাসও তো শেষ হইয়া আসিল। স্বামীর যেরূপ অমত, ইহাতে কিরূপেই বা বাড়ী যাইব। হতাশচিত্তে এই কথাগুলি আমি স্মরণ করিতেছিলাম।

অকস্মাৎ আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। কীর্ত্তন সমাপ্তির তালে তালে একটি সুকণ্ঠ বালক মধুর সুরে গাহিতে লাগিল—

হরিনামে দিয়ে সাড়া
ঘুরে আয় ভাই পাড়া পাড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারের আশা করে যারা, তাদের পারের সময় বয়ে যায়।

বাদ্যধ্বনির দ্রুত তালে তালে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই শেষ ছত্রটীই বালকটী গাহিয়া যাইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেরপুর

কি এক জ্বালাময় তড়িৎস্পর্শে আমি অন্তরে বাহিরে শিহরিয়া উঠিলাম। বৎসর যে পূর্ণ হইয়া আসিল। ভগবানের পাদ-পদ্মে তো প্রণাম করিতে পারিলাম না। প্রবল আবেগে গা ঝাড়া দিয়া ভাবিলাম, একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব।

১৩২৭ সন, ২০শে চৈত্র। পথোপযোগী কাপড় ও বিছানা গুছাইয়া রাখিয়া, রাত্রিতে উপাসনান্তে আমার সংকল্পে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া আমি বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম। এবং মোহাভিভূত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি সে সময় দশ ঘটিকার বেশী হইবে না, জাগরিত আমি।

সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় আমি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম, ঊর্দ্ধ নভোমণ্ডলে অপার্থিব উজ্জ্বল স্নিগ্ধরশ্মিতে জ্যোতিষ্মান্ একখানি বিপুলায়তন চন্দ্র, তাহার সমুজ্জ্বল রশ্মি দিগন্তব্যাপী নীলাকাশকে পরিপূর্ণভাবে জুড়িয়া রহিয়াছে। অনিমেষ দৃষ্টিতে, অনিমেষ দৃষ্টিতে আমি তাহাই অবলোকন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছি। সহসা আমার দৃষ্টি উর্দ্ধ হইতে অধঃপানে, অধঃ হইতে উর্দ্ধপানে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

দেখিলাম, উর্দ্ধে সেই বিপুলায়তন জ্যোতিষ্মান্ চন্দ্রমণ্ডল, অধোভাগে আমার বক্ষোপরি আলোকরশ্মি ঢালিয়া দিয়াছে।

সেই অপার্থিব উজ্জ্বল আলোতে, স্পষ্ট,—অতি সুস্পষ্টরূপে আমি দেখিতে পাইলাম, আমার বক্ষোপরি অপার্থিব উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে আমার বুক জুড়িয়া লিখিত রহিয়াছে—"গোবিন্দ !"

মোহঘোর হইতে সহসা বিমুক্ত হইয়া পড়িলাম। জাগরণ আমাকে চিরসত্যের বৈচিত্র্যময় লীলাখানিকে অভ্রান্তরূপে আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে উদ্বোধিত করিতে লাগিল। বিশ্বগুরু !

আজ যে তোমারই সুমিষ্ট নামে আমার ইষ্টমন্ত্র তুমিই দিলে প্রভো !

আজ যে তুমি আমায় মহাদীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া তোমারি মধুর নামটী আমার ইষ্টমন্ত্র রূপে আমাকে বুঝিতে দিলে।

গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! তোমার এই মধুর নাম আমি যেন আমার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জপ করিতে পারি। হে কৃষ্ণ ! হে ভগবান ! আমায় তুমি এই ভিক্ষা দাও প্রভো !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

খুব ভোরে উঠিয়াই বাড়ীতে রওনা হইবার সব জোগাড় করিয়া ফেলিলাম। চা খাইয়া স্বামী অফিসে যাইবেন, ঠিক তেমনি সময়ে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, আজই তুমি আমাকে বাড়ী নিয়ে চল, তোমার পায়ে পড়ি।

তিনি আমার দিকে তাকাইয়া স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি কি সত্যিই পাগল হলে নাকি? আজই! এও কি সম্ভব?" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন, "কেন তুমি বাড়ী যাওয়ার জন্য অধীর হইয়াছ?" কিছুই তাঁহাকে বলিতে পারিলাম না। রুদ্ধকণ্ঠে কেবল বলিলাম তোমার পায়ে পড়ি, আজই আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, তুমি সব ঠিক কর। সাতদিনের ছুটী নিয়ে আসি। তিনি শীঘ্রই বাসায় ফিরিলেন এবং বেলা একটার সময়ে আমরা বাড়ী রওনা হইলাম।

দীর্ঘ পথের বাধাহীন অবসরে আমি ভগবানের অপার করুণা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেছিলাম।

আনন্দে অভিভূত চিত্ত আমার, আমি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩২৭ সন, ২৩শে চৈত্র। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে ছোট ছেলে তিনটি ও সুজাতাকে লইয়া আমরা স্বামীর দেশের বাড়ী মৌহালী গ্রামে পৌঁছিলাম। আনন্দে আমার বুক ভরিয়া গেল। শ্বশ্রূমাতা বাড়ীতে ছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ছোট বৌ, তোমার শরীর যে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ, একি করিতে আছে। তোমার দুঃখ কি মা?" স্বামী বলিলেন, "মা, তোমার বৌমার এখন পাগল হওয়াটাই বাকী আছে।"

১৩২৭ সন, ২৪শে চৈত্র। ভোরে উঠিয়াই আমি সেই শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু নিদারুণ একটি চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। স্থির চিত্তে আমি ভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম করিতে পারিব তো? দীর্ঘকাল সাধনা করিয়াও যাঁহার সীমাতীত স্বরূপ, সসীমে আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, সেই নিরাকারে চিরাভ্যস্ত অন্তর আমার সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরের এই পবিত্রতম সসীম মূর্ত্তির চরণে, বিশ্ববাঞ্ছিত পাদপদ্মে—স্থির চিত্তে প্রণাম করতে পারিব তো? উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে আমি ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—অন্তর্য্যামী! সর্ব্বান্তঃকরণে যেন আমি তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিতে পারি। আমায় এই ভিক্ষা দাও প্রভো!

বেলা দ্বিপ্রহর। ৺পূজার ঘরে গভীর স্বরে শঙ্খধ্বনি বাজিতে লাগিল। বুঝিলাম পূজা সমাপ্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাকিনী ভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম করিতে কেমনই যেন একটা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। স্বামী কোথায় আছেন? আমি তাঁহার জন্য চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি দালানের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন।

গলবস্ত্রে আগে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ৺পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। আড়ষ্টের মত তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন।

শুভ মুহূর্ত্ত আমার সমুজ্জ্বল শুভ্র কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! সেই পুষ্পরাশি সমাচ্ছাদিত, ত্রিলোকপূজিত, সর্ব্বব্যাপী নিরাকার পরব্রহ্মের সসীম রূপের চরণে প্রণাম করিলাম!

গোবিন্দ! হে কৃষ্ণ, হে ভগবান! অন্তর্য্যামী! নিঃস্ব, একান্তভাবে রিক্ত, এই ভিখারিণীর প্রণাম তুমি গ্রহণ কর প্রভো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ অধ্যায়

১৩২৭ সন, ২৯শে চৈত্র। স্বামীর সঙ্গে আমরা সেরপুরে চলিয়া আসিলাম। সর্ব্বদ্বিধা হইতে মুক্ত হইয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমি ভগবানের স্বরূপ চিনিতে পারিলাম এবং একমাত্র 'গোবিন্দ' নাম জপ করিয়া তাঁহারই পাদপদ্মে প্রণাম ও উপাসনা করিতে লাগিলাম।

১৩২৭ সন, চৈত্র মাসের ঠিক শেষ তারিখে গভীর রাত্রে আমি এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম আমার অতি সম্মুখে গৌরবর্ণ এক পুরুষ, পরিধানে শুভ্রবস্ত্র। নগ্নগাত্রে দীর্ঘ উপবীত কটিদেশ স্পর্শ করিতেছে। প্রশস্ত ললাটে রক্তবর্ণ মণ্ডলাকৃতি বৃহৎ তিলক! ভীষণ ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া আছেন এবং সবলে আমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি আকর্ষণ করিতেছেন। যন্ত্রণায় আমি চীৎকার দিয়া উঠিলাম, স্বামী আমাকে জাগরিত করিয়া দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আমি আবার মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম এবং একটী বিমল স্নিগ্ধ দৃশ্য আমার অন্তর্দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। দেখিলাম, দুইটী মঙ্গলচণ্ডীর শেখর সমভাবে স্থিত হইয়া দুর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিয়া আছে!

মোহভঙ্গে আমি চিন্তাগ্রস্ত ও বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—একান্তভাবেই ইহা ভগবানের ইঙ্গিত, হয়তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন দারুণ কষ্ট আমার সন্নিকট। সেই দুঃখের অবসানে ভগবান আমায় আশীর্ব্বাদ করিবেন। যে মাতৃরূপে তিনি আমায় বরাভয় উভয় হস্তে আশীর্ব্বাদ ও অভয় দান করিয়াছিলেন, দুঃখের অবসানে আমি তাঁহার সে আশীর্ব্বাদ পাইব। এই আশায় বুক বাঁধিয়া আমি আমার নিয়মিত সাধনায় মন নিবিষ্ট করিলাম।

অন্তর্য্যামী! তুমি যে আমায় তোমাকে চিনিতে দিয়াছ প্রভো! তোমার পাদপদ্মে অচলা ভক্তি আমি যেন হারাই না প্রভো! আমার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমি যেন তোমার রাজীব-চরণে প্রণাম করিয়াই তোমার নাম, তোমার দান, আমার এই সুমধুর ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে পারি। আমায় এই শক্তি, এই ভিক্ষা দাও প্রভো!

ষোড়শ অধ্যায়

১৩২৮ সনের আষাঢ় মাসে আমি বাতরোগে অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। সমস্ত শরীরে ও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা; আমি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। এই অসহনীয় ক্লেশে আমি আমার আরাধনায় মন অধিক নিবিষ্ট করিয়া নিশিদিন ভগবানের চরণে তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল ভগবান আমাকে আমার স্বামীর মূর্ত্তিতে তাঁহাকে পূজা করিতে বিশেষভাবেই আদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। একথা স্মরণ হওয়া মাত্র আমি প্রতিদিন দুই বেলা ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া আমার স্বামীর চরণে প্রণাম করিতাম ও তাঁহার পাদোদক খাইতাম। আমার ভগবৎ আরাধনার চারি বৎসর পরে এই নূতন প্রণালীতে আমি ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলাম।

আমার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া আমার ভাসুর আমাকে ময়মনসিংহের বাসায় নেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। ময়মনসিংহের অভিজ্ঞ ভাল কবিরাজ আমাকে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার চিকিৎসায় ৮ মাস পরে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম এবং সেরপুরে চলিয়া আসিলাম। স্বামীকে আমি যে প্রণালীতে পূজা করিতাম ও ভগবানের চরণে প্রণাম ও উপাসনা করিতাম, দিনেকের জন্যও যেন আমার এ আরাধনা অসম্পন্ন থাকে না, অন্তর আমার একথাই বারংবার স্মরণ করিত।

চারি বৎসর এভাবে স্বামীর চরণে ভগবৎ আরাধনার পরে এক অভাবনীয় ইঙ্গিতে—১৩৩২ সনের বৈশাখের প্রথম তারিখেই, অনন্ত করুণাময়, এ জীবনের অতিপ্রিয় ভগবান, তাঁহার সেই চিরসুন্দর সম্মোহন বংশীধারী রূপে, সেই পীতবস্ত্র সুশোভিত মধুর ভঙ্গিতে বিন্যস্ত পাদপদ্মে আমাকে আকর্ষণ করিলেন!

গোবিন্দ! এ জীবনের অতিপ্রিয় হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! দুরন্তের এই বেদনাভরা কান্না আমার এতদিন পরে যে তুমি মুছিয়া দিলে প্রভো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! তোমার পাদপদ্ম যেন আমি হারাই না প্রভো! আমায় এই ভিক্ষা দাও, এই ভিক্ষা তুমি আমায় দাও অন্তর্য্যামী!

সপ্তদশ অধ্যায়

নিয়মিতভাবে আমি আমার সাধনায় মন নিবিষ্ট করিলাম। ভগবানের আরাধনায় মন আমার এমনি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, তাহাতেই আমি আনন্দ বোধ করিতাম; সংসারের কাজ শুধুই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইত।

১৯২৮ খৃঃ, নভেম্বর মাসে আমার ছোটদাদা নির্ম্মল আমাকে পাটনাতে নিলেন। তিনি সেখানে উকীল ছিলেন। আমার মা সে সময় জীবিতা ছিলেন। তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য সুজাতাকে সঙ্গে লইয়া আমি আমার ভাসুর-ঝির স্বামী সুবোধের সঙ্গে কলিকাতা আসিলাম, পরে ছোটদাদা আমাকে পাটনাতে নিলেন।

মাসখানেক পরে ছোটদাদা তাঁহার স্ত্রী ও ছেলেদের সহ আমাকে এবং সুজাতাকে চেঞ্জের জন্য মধুপুরে পাঠাইলেন। এই স্নেহময় ভ্রাতা আমাকে বড় বেশী স্নেহের চোখে দেখিতেন। তাঁহার স্নেহ মমতায় পিতার অভাব আমি বুঝিতে পারি নাই।

আমরা মধুপুরে ছিলাম, মার্চ্চ মাসে ছোটদাদা মধুপুরে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার খুড়তত ভাই জগদীশ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ঢাকা যাইবে। আমার বড় বৌদি সে সময় কটকে ছিলেন, স্থির হইল, ছোটদাদা সপরিবারে কটক হইয়া পুরীতে যাইবেন। আমি সুজাতাকে লইয়া জগদীশের সঙ্গে ঢাকা যাইব। আমার বড় ছেলে জ্যোতির্ম্ময় সে সময় ঢাকা ইউনিভারসিটির প্রফেসার ছিল। ছোট ছেলে তিনটি তাহার বাসায় থাকিয়া কলেজে পড়িত।

১৯২৮ খৃঃ, এপ্রিল মাস, আমরা মধুপুরে ছিলাম। তারিখ আমার স্মরণ নাই, কারণ এই দিনটি যে আমার জীবনে বড় বেশী স্মরণীয় হইবে সে সময় বুঝিতে পারি নাই।

মধুপুর, এপ্রিল মাস, শায়িত আমি। রাত্রি আট ঘটিকা হইবে। জাগরিত আমি, কত কি ভাবিতেছিলাম; ঠিক সেই সময়, সার্দ্ধ একহস্ত পরিমাণ ব্যবধানে এক অপূর্ব্ব সুন্দর পুরুষ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমার অন্তর্দৃষ্টিতে।

শুভ্রবেশ, উজ্জ্বল কাঞ্চনতুল্য বর্ণ, অতিশুভ্র যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ কটিদেশ স্পর্শ করিয়া আছে, গভীর আদেশের স্বরে আমাকে বলিলেন—"বৃন্দাবনে যাস্ কিন্তু।"

পরমুহূর্ত্তেই সেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। মোহ নয়, স্বপ্ন নয়, আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত, এ যে জাগরণে সাক্ষাৎ দর্শন! বিশেষভাবেই আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি, কোন দ্বন্দ্ব নাই, কিছু ভুল নাই। হে মহামানব! কে তুমি আমার মত নগণ্য দীনহীনা নারীকে দর্শন দান করিলে? করুণাময়! তুমি যে আমার জীবনের অতি প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনে যাইতে আমায় গভীর স্বরে আদেশ করিয়া চলিয়া গেলে! ওগো কে তুমি মহামানব, দয়া করিয়া এই সুসুপ্ত অনভিজ্ঞ জীবন আমার জাগাইয়া দিলে? হে মহাপুরুষ! আমায় আশীর্ব্বাদ কর। আমি যেন তোমার আদেশ পালন করিতে পারি।

ক্রমে বুঝিতে পারিলাম ইনি মহামানব চৈতন্যদেব। ভক্তরাজ, পরমসন্ন্যাসী, ভগবৎপ্রেমে প্রেমোন্মাদ। স্বর্ণাভকান্তি, অনিন্দ্যরূপে তিনিই বিশ্বে বিখ্যাত। তিনিই যে আমায় অপার করুণা দানে দর্শন দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে আমায় বিশেষভাবেই আদেশ করিয়াছেন।

উপাসনার সময় ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়া বলিতাম, হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! তোমার পরমভক্তের আদেশ যেন আমি পালন করিতে পারি। এই ভিক্ষা আমায় দাও প্রভো! এবং উপাসনান্তে প্রতিদিন পরমপুরুষ চৈতন্যদেবের পাদপদ্মে ভক্তিভরে প্রণাম করিতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশ অধ্যায়

আমাদের গন্তব্যস্থলে রওনা হবার দিন খুব ভোরে উঠিয়া আমি চা তৈয়ার করিতেছিলাম। আজই জগদীশের সঙ্গে আমাকে ঢাকা রওনা হইতে হইবে। এগারটায় গাড়ী ছাড়ে, তাড়াতাড়ি সব গুছাইতে হইবে তাই ভাবিতেছিলাম, ঠিক সেই সময় ছোটদাদা আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আমোদিনী, তুমিও আমাদের সঙ্গে পুরীতে চল। শেষরাত্র হতে আমার মনটা কেবলই বলিতেছে তোমাকেও আমাদের সঙ্গে পুরীতে নিয়ে যেতে হবে। তুমি পরে ঢাকা যাইও।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা। কিন্তু আমাদের হুজনকে নিয়ে যেতে তোমার যে আরো বেশী টাকা লাগবে ছোটদা!"

তিনি বলিলেন, "ওসব তুমি ভাবিও না; তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হও।"

পুরীতে জগন্নাথ দর্শনের একটী তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় আমার মন বিচলিত করিয়া ফেলিত। কিন্তু সবলে আমি তাহা দমন করিয়া আসিয়াছি। ভগবান যাহাকে এমনি রিক্ত করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন তার আবার আকাঙ্ক্ষাই বা কেন! স্নেহময় ভ্রাতা আমার, আজ আমার সে বাসনা পূর্ণ করিতে চাহিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইলাম।

১৯২৮ খৃঃ, এপ্রিলের আন্দাজ তৃতীয় সপ্তাহে আমরা কটক হইয়া পুরীতে পোঁছিলাম। ভোরে পুরীতে পৌঁছিয়াই আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শনের জন্য রওনা হইলাম। মন্দিরে যাইয়া পাণ্ডাদের অনুমতি লইয়া আমরা বিগ্রহের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। আনন্দে প্রাণ আমার ভরিয়া গেল।

দেবাদিদেব জগন্নাথ! তুমি যে আমার জীবনের অতি প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। হে পুরুষোত্তম! এই দীনহীনার প্রণাম তুমি গ্রহণ কর প্রভো! বিশ্বরাজ! এই মহাতীর্থে তুমি যে রাজোচিত সেবায় পূজিত, সেবিত; অন্তর যে আমার আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল প্রভো! অন্তর্য্যামী! তোমার পাদপদ্মে, ভিখারিণী আমি—আমার অন্তরাত্মা যেন সমর্পণ করিতে পারি, আমায় সেই শক্তি, সেই ভক্তি ভিক্ষা দাও প্রভো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

তিনদিন পুরীতে থাকিয়া জগদীশের সঙ্গে কলিকাতা হইয়া সুজাতাকে সঙ্গে লইয়া আমি ঢাকায় জ্যোতির্ম্ময়ের বাসায় আসিলাম। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর ছোট-ছেলে তিনটিকে লইয়া সেরপুরে স্বামীর কাছে চলিয়া আসিলাম। স্বামী বলিলেন, "খুব তো বেড়াইয়া আসিলে, এখন সংসারে মন দাও তো।"

কয়েক বৎসর পরেই স্বামী ব্লাড্‌প্রেসারে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কাজ ছাড়িয়া ঢাকাতে যাইয়া বাসাভাড়া করিয়া থাকা স্থির করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় সে সময় অক্সফোর্ডে ছিল। আমার ছোটছেলে অমিতাভ বাসাভাড়া ও সব ঠিক করিল। অমিতাভ সে সময় ঢাকা ওরিয়েণ্টাল লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ করিত। কিছুদিন পরেই দেবব্রত কলিকাতা হইতে আসিয়া আমাদের ঢাকার বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। দীর্ঘ ষোল বৎসর সেরপুরের বাস চিরদিনের মত সমাপ্ত হইয়া গেল।

স্বামীর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। আমি প্রমাদ গণিলাম। ইনি বর্ত্তমান থাকিতে সুজাতাকে বিবাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে না পারিলে আমাকে বিপদে পড়িতে হইবে। ভগবানের চরণে কাঁদিয়া বলিতাম, গোবিন্দ! আমার স্বামীকে তুমি রক্ষা কর প্রভো! সুজাতাকে যে বিবাহ দিতে হইবে। আমার কি কোন শক্তি আছে প্রভো!

অন্তর্য্যামী! আমার এ কাতর প্রার্থনা তুমি যে অপার করুণা দানে পূর্ণ করিয়া দিলে প্রভো! আমার কৃতজ্ঞ অন্তরের প্রণাম তুমি গ্রহণ কর প্রভো!

উপযুক্ত ঘরে বরে স্বামী সুজাতাকে বিবাহ দিলেন। সবাই বলিল, "আশার অতীত বিবাহ দিয়াছেন।" আনন্দে, শান্তিতে আমার বুক ভরিয়া গেল। স্বামী সে সময় একটু সুস্থ ছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে সুজাতাকে বিবাহ দিয়া কলিকাতা হইতে ঢাকা আসিবার মাস কয়েক পরেই ব্লাড্‌প্রেসারে স্বামী শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং সুজাতার বিবাহের দশমাস পরেই আটষট্টি বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গস্থ হইলেন। জীবনের সুখদুঃখের সাথী আমার, চিরদিনের মত আমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ভগবান জানেন, এ দুর্বহ জীবনের বোঝা আরো কত কাল বহন করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বামীর মৃত্যুর সময় জ্যোতির্ম্ময় এবং অমিতাভ ঢাকাতে ছিল। দেবব্রত ও সুধীন্দ্র কলিকাতা হইতে আসিয়া গেল। তাহাদের পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দেবব্রত ও সুধীন্দ্র কলিকাতা চলিয়া গেল। এক বৎসর পরে স্বামীর বাৎসরিক কাজ সম্পন্ন করাইয়া অমিতাভের সঙ্গে আমি স্বামীর দেশের বাড়ী মৌহালীতে আসিলাম।

বাড়ীতে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে ভগবান ৺শ্রীশ্রীগোবিন্দ রায়ের পাদপদ্মে আমরা প্রণাম করিলাম।

গোবিন্দ! হে ভগবান! তোমার চরণাশ্রয়ে যিনি আমায় আনিয়াছিলেন, আজ তিনি স্বর্গস্থ। তোমার চরণে প্রণাম করিয়া তোমার আরাধনা করিয়া, যেন আমার জীবন অবসান হয়, আমার এই ভিক্ষা তুমি পূর্ণ কর প্রভো!

কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়া অমিতাভের সঙ্গে আমি ঢাকাতে চলিয়া আসিলাম। তাহার ছুটী শেষ হইয়া গিয়াছিল। বেশী দিন বাড়ীতে থাকা সম্ভব হইল না। আর সেই জনশূন্য বাড়ীতে একাকী বাস করা কোনদিনই তো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সেবায়েৎ প্রসন্ন চক্রবর্ত্তীকে বলিলাম, "৺শ্রীশ্রীগোবিন্দ রায়ের ভোগসেবা ও পূজার্চ্চনা এতদিনে আপনি যেভাবে করিয়াছেন, এখনো যেন সেইভাবে করেন আপনার কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আমার একান্ত অনুরোধ। আমি দূরে থাকি, তবু আপনার যতটুকু সাহায্য আমি করিতে পারি অবশ্যই করিব।" তিনি স্বীকৃত হইলেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ ইনিই ভগবান গোবিন্দের পূজার্চ্চনা ও ভোগসেবার কাজ সুষ্ঠুভাবে করিয়াছেন। তাঁহার উপর আমার নির্ভর ছিল।

ভগবান ৺শ্রীশ্রীগোবিন্দ রায়ের পাদপদ্মে জন্মের মত আমি সেই শেষ প্রণাম করিয়া আসিলাম। সে সময় জানিতে পারি নাই যে আর কখনো দেশের বাড়ীতে তাঁহার চরণাশ্রয়ে যাইবার মত শক্তি এবং সুবিধা আমি পাইব না। অন্তর্য্যামী! সবই যে তোমারি লীলা প্রভো!

তৃতীয় অধ্যায়

স্বামীর মৃত্যুর দেড় বৎসর পর অমিতাভ ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল এবং স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য অমিতাভ ও আমি বম্বেতে সুধীন্দ্রের বাসায় আসিলাম। সুধীন্দ্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসার ছিল এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই এখানে বাসা করিয়াছিল। বম্বে আসিয়াই অমিতাভের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল এবং সুধীন্দ্রের পরামর্শে ও দুই ভাইয়ের চেষ্টায় অমিতাভ বম্বেতে তাহার হেড অফিসে স্থায়ী হইয়া গেল। আমিও এদের দুই ভাইয়ের কাছে রহিয়া গেলাম। ঢাকার বসবাস আমাদের চিরদিনের মত শেষ হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের কর্ত্তব্য আমার তখনো বাকী রহিয়াছিল। ছেলেদের বিবাহ দেওয়া এখন অত্যন্ত আবশ্যক এবং সেই চেষ্টায় রহিলাম। জ্যোতির্ম্ময় ও সুজাতার বিবাহ স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দেবব্রত বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। বঙ্গে আসিয়া সে বছরই সুধীন্দ্রের বিবাহ দিলাম। ইহার চারি বৎসর পরেই অমিতাভকে বিবাহ করাইলাম। সে সুধীন্দ্রের চার বছরের ছোট, আমার কনিষ্ঠ পুত্র। অমিতাভের বিবাহের দেড় কি দু'বছর পরে বউমাদের হাতে সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করিয়া আমার শক্তিমত আমি ভগবানের আরাধনায় মন নিবিষ্ট করিলাম।

১৩৫৭ সালের শ্রাবণ মাসে আমি অমিতাভের বাসায় আসিলাম। সুধীন্দ্রের বাসাও খুব কাছেই ছিল।

আমার ছোট ছেলে অমিতাভ এবং তাহার স্ত্রী রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। তাদের শোবার ঘরে একখানি আসনে পরমহংসদেবের ফটো স্থাপিত ছিল। এই মহাপুরুষকে আমি চিরদিনই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম এবং আমার নিয়মিত দুপুরের উপাসনার পরে পরমহংসদেবের ফটোখানা ভক্তিভরে প্রণাম করিতাম।

১৩৫৮ সনের গ্রীষ্মকাল। বউমা একদিন আমাকে ৺ঠাকুরের ভোগ দিতে বলিল। তার কথামত আমি কিস্‌মিস্‌ ভোগ দিলাম। মনটা একটু বিভ্রান্ত ছিল। ভোগশেষে ঐ কিস্‌মিস্‌গুলি ভ্রমক্রমে আবার সেই কিস্‌মিসের কৌটাতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিয়া দিলাম। তখনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া কৌটার সব কিস্‌মিস্‌ রান্নাঘরে বৌমাকে দিয়া বলিলাম, "বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছি, এগুলি তুমি রান্নাতে ব্যবহার করিও।" না ধুইয়া এই কৌটাতে তো আর ভোগের জিনিস রাখা যায় না। তাই বাথরুমে বসিয়া যতদূর সম্ভব মাজিয়া ঘষিয়া কৌটাটীকে পরিষ্কার করিয়া ধুইতেছিলাম।

চক্ষু আমার মিলিত। হঠাৎ স্পষ্ট, অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম, আমার অন্তর্দৃষ্টিতে—ঠিক আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সার্দ্ধ এক বিঘত পরিমাণ দূরে—পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া আছেন!! ছায়ারূপ, কিন্তু অন্তর আমার তখনি তাঁহাকে চিনিতে পারিল। ক্ষণকাল নয়, আমাকে বেশ চিনিতে দিয়া সেই মহামানবের ছায়ারূপ অন্তর্হিত হইয়া গেল!

আনন্দে আমার দেহমন ভরিয়া গেল। পরমপুরুষ! তুমি যে করুণাময়। তুমিও কি আমায় তেমনি দয়া করিয়া দেখা দিলে? হে মহামানব! মহাত্যাগী! তোমার ত্যাগ, তোমার আদর্শ আমার জীবনে অনুপ্রাণিত কর। আমার প্রাণভরা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম তুমি গ্রহণ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

১৩৫৯ সনের ৺পূজার সময় একমাসের ছুটী লইয়া দেবব্রত আমাকে দেখিতে বম্বে আসিয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। শরীর একটু সবল বোধ করিবার পর দেবব্রতকে বলিলাম—এবার তুমি আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে চল। আমার এই ভগ্নশরীরে এত দূরে যাওয়া কাহারও মত ছিল না। কিন্তু আমি নিজমতে স্থির রহিলাম। ভাবিলাম এ শরীর আমার তেমন কর্ম্মক্ষম তো আর হবেই না, বরং বার্দ্ধক্যের জরায় আরো অবসন্ন হইয়া পড়িব। আর দেরী নয়। দেবব্রত সঙ্গে থাকিবে ভাবনা কি। ডাক্তারবাবু আমাকে অনুমতি দিলেন এবং একটী ঔষধ সঙ্গে নিতে বলিলেন।

১৩৫৯ সন (৩রা অক্টোবর) ১৭ই আশ্বিন। দেবব্রতের সঙ্গে আমি মথুরা ও বৃন্দাবনে রওনা হইলাম। ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যাবেলা মথুরাতে পৌঁছিলাম। কৃতজ্ঞ অন্তরে আমি ভগবানের চরণ স্মরণ করিয়া বারংবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম।

সেখানে যমুনার ধারে আগ্রা হোটেলে উঠিলাম। হোটেলের ম্যানেজার সামনের ঘরখানাই আমাদের ছাড়িয়া দিলেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্য বোধ হইল যে আমি আমার দেহমনে আশাতীত শক্তি অনুভব করিলাম। উপাসনার সময় ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিলাম—অন্তর্য্যামী! আমার মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ কর প্রভো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের জন্মভূমি সেই মথুরা, সেই পুণ্যতোয়া যমুনা। কালচক্রে যতই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন,—ভগবানের স্মৃতি-বিজড়িত এই পরমতীর্থের মহিমা যে আজও অটুট আছে। সেই মথুরা, সেই যমুনা, ভগবান আজ এখানে অধিষ্ঠিত আছেন কি ? না হলে যে সবই শূন্য ! মন বলিল আছেন ! অভাবনীয় আনন্দে মন আমার তৃপ্ত হইয়া গেল।

পরের দিন ভোরে স্নান করিয়া দেবব্রতকে সঙ্গে লইয়া আমি মথুরায় প্রতিষ্ঠিত ভগবান দ্বারকাধীশের মন্দিরে গেলাম এবং পরম ভক্তিভরে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। আনন্দের ধারা আমার দেহমনে প্রবাহিত হইতে লাগিল ! দ্বারকাধীশ ! হে কৃষ্ণ ! হে ভগবান ! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তবে তুমি আজও এখানে আছ প্রভো !

পঞ্চম অধ্যায়

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বৃন্দাবনে রওনা হইলাম ট্যাক্সিতে। টাঙ্গায় চলিবার মত স্বাস্থ্য আমার ছিল না, তাই আমার কোথাও যাতায়াতে দেবব্রত ট্যাক্সি ভাড়া করিত। ঘণ্টা দেড়েক পরে বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। সেখানে ভারত সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা আমাদের বেশ ভাল একখানা ঘর ছাড়িয়া দিলেন।

এই সেই বৃন্দাবন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ! হে কৃষ্ণ, হে ভগবান ! তোমার আনন্দময় লীলা-খেলার স্মৃতিমাখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মহাতীর্থে আমার অন্তর যে কেবল তোমাকেই স্মরণ করিয়া আনন্দে তন্ময় হইয়া পড়িতেছে! তোমার মহিমায় তোমার নামে অন্তর যে আমার আনন্দে বিহ্বল হইয়া তোমারই চরণে প্রণত হইয়া পড়িতেছে প্রভো!

পরের দিন ভোরে স্নান করিয়া দেবব্রত ও আমি একজন পাণ্ডার সঙ্গে দেবালয় দর্শন করিতে রওনা হইলাম।

প্রথমে ৺গোবিন্দজীর মন্দির;—উচ্চৈঃস্বরে গোবিন্দনাম কীর্ত্তন হইতেছিল। মন আমার উন্মনা হইয়া পড়িল। পরম ভক্তিভরে আমি ভগবান গোবিন্দজীর পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। অন্তরে আমার আনন্দের ঝড় বহিতেছিল। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া পাণ্ডার সঙ্গে ৺রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পৌঁছিলাম।

যাওয়ার সময় মন্দিরের পথেই সুন্দর দু' ছড়া বেলফুলের মালা কিনিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিব। কিন্তু আমি কাছে দাঁড়াইতেই পূজারী আমার হাত হইতে মালা দু' ছড়া লইয়া ভগবানের যুগলমূর্তির গলায় পরাইয়া দিলেন। পরম ভক্তিভরে আমি ভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া উঠিবা মাত্র পূজারী ভগবানের চরণে স্থাপিত মালা হইতে একছড়া সুন্দর মালা আমার হাতে দিলেন। নির্ম্মাল্য মাথায় স্পর্শ করিয়া এবং পাদোদক সেবন করিয়া মালাছড়া আমি গলায় পরিলাম। কি এক পাগল-করা আনন্দে আমার বুক ভরিয়া গেল!

পরে পাণ্ডা বৃন্দাবনের অন্যান্য সমস্ত মন্দিরে, নিধুবনে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকুঞ্জবনে আমাদের লইয়া গেল এবং সব মন্দিরেই আমি ভগবানের যুগলমূর্ত্তির পাদপদ্মে পরম গভীর ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম।

এই সেই নিধুবন, সেই তমালতলে নিকুঞ্জবন। হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! তোমার সম্মোহন বংশীর অপার্থিব মধুরতায় এই মহাতীর্থ যে একদিন আনন্দ-মুখরিত ছিল! যে আনন্দে—হে আমার জীবনের অতি প্রিয় কৃষ্ণ, অতি প্রিয় ভগবান! যে আনন্দে, বিহ্বল চিত্তে আমি তোমার মন্দির দ্বারে, তোমার পাদপদ্মে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করিয়াছিলাম।

বিশ্বরাজ! রাজাধিরাজ! এ জীবনের অতি প্রিয় হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! দয়া করে তোমার পাদপদ্মে এই দীন-হীনাকে স্থান দাও প্রভো!

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে স্মরণ করিয়া বলিলাম, হে মহামানব! তোমার আদেশ যে আমার জীবনে অনৈসর্গিক আশীর্বাদ! অন্তর যে আমার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল!

ভক্তরাজ! পরম সন্ন্যাসী! হে মহাজ্ঞানী!

দয়া করে এই জ্ঞানহীনার অন্তরে তুমি জ্ঞানালোক জ্বালিয়া দাও। আমার কৃতজ্ঞ অন্তরের গভীর ভক্তিপূর্ণ প্রণাম তুমি দয়া করে গ্রহণ কর দেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

তিনদিন মথুরা বৃন্দাবনে বাস করিয়া দেবব্রতের সঙ্গে আমি তাহার কর্ম্মস্থল হাতুয়াতে আসিলাম। তাহার ছুটী শেষ হইয়া গিয়াছিল। শরীর তখনো আমার সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। দেবব্রত আমার সর্ব্বপ্রকার সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। দেড়মাস সেখানে থাকিয়া মজঃফরপুরে যাওয়া স্থির করিলাম। জ্যোতির্ম্ময় সে সময় মজঃফরপুরে ছিল। অমিতাভও সপরিবারে এক মাসের জন্য সেখানে বেড়াইতে আসিয়াছিল। দেবব্রতকে সঙ্গে লইয়া আমি মজঃফরপুরে আসিলাম এবং কিছুদিন জ্যোতির্ম্ময়ের বাসায় থাকিয়া অমিতাভের সঙ্গে বম্বেতে তাহার বাসায় আসিলাম। শরীর তো ভাঙ্গিয়াই পড়িয়াছিল। ভবিষ্যৎ ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া জীবনের দিনগুলি কাটাইতে লাগিলাম।

১৩৬০ সনের পৌষ মাস। মাসের শেষার্দ্ধে একদিন গভীর রাত্রিতে উপলব্ধি করিলাম কাহারো সবল দুই হস্ত আমার পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত এবং সজোরে কঠিন হস্তে আমাকে সম্মুখে আকর্ষণ করিতেছে। অসহ্য বেদনায় আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম এবং সেই মুহূর্ত্তেই অন্তর্দৃষ্টিতে আমি দেখিতে পাইলাম, ঠিক আমার টেবিলের দেয়ালের গায়ে (পিছনে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলাকার একটী রক্তাভ উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। সেই আলোকে সমস্ত ঘর আলোকিত এবং আমার সম্মুখভাগে সার্দ্ধ চারি হস্ত পরিমাণ দূরে শুভ্রবেশী কোন অদেহী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত অতি শুভ্রবেশে আচ্ছাদিত, কোন অঙ্গই বাহিরে নাই। উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। যেন বিশেষভাবেই আমাকে চাহিয়া দেখিতে বলিলেন!

আমার চীৎকার শুনিয়া অমিতাভ আমার ঘরে আসিয়া মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিল এবং তাহার মা ডাকে আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তাহাকে বলিলাম, দেখতো, ঘরে কেহ দাঁড়াইয়া আছে নাকি? সে বলিল, 'কই, কেউ তো নাই।'

ওগো কে তুমি অদেহী! এই কঠিন হস্তে আমাকে কোথায় আকর্ষণ করিতেছ! কোন্ কঠিন দেবতা তুমি জানি না, কিন্তু কোন কষ্ট যে আমার সন্নিকট তাহা তো বেশ ভালরূপেই বুঝিতে দিলে।

ইহার কয়েক মাস পরেই আমি বাতরোগ ও অন্যান্য অসুখে অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। সুচিকিৎসা ও যত্নে সব অসুখ সারিয়া গেল। কিন্তু বাতরোগ আমাকে কঠিন ভাবে আক্রমণ করিল। বার্দ্ধক্যের জড়তায়, বাতের অসহ্য যন্ত্রণায় আমি নিশিদিন ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; হে ভগবান! তোমার অপার করুণায় আমি যেন শয্যাশায়ী হই না প্রভো! হে ভগবান! আমায় ত্রাণ কর, এ ভববন্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'তে আমায় তুমি মুক্তি দাও। আমায় তুমি ক্ষমা কর, আমায় তুমি দয়া কর প্রভো!

এ জীবনের অতি প্রিয়—হে কৃষ্ণ! হে ভগবান! নিঃস্ব বলে দয়া করে তোমার পাদপদ্মে আমায় স্থান দাও প্রভো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi